নারী মুক্তি আন্দোলন

শামসুন্নাহার নিজামী

নারী মুক্তি আন্দোলন

শামসুন্নাহার নিজামী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২২১

আ. প্র. ১ম প্রকাশ ঃ ১৯৯৬

৮ম প্রকাশ (আ. প্র. ৪র্থ)
রবিউস সানি ১৪২৬
বৈশাখ ১৪১২
মে ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০

NARI MUKTI ANDOLON by Shamsunnhar Nizami. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 10.00 Only.

www.amarboi.org

মানব সমাজের অর্ধাংশ নারী। নারী এবং পুরুষের যৌথ অবদানেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিময় সমাজ। দেহের অর্ধাংশ রুগ্ন থাকলে যেমন ব্যক্তি জীবনে শান্তি থাকে না। নারী সমাজকে নিগৃহীত রেখেও মানব সমাজে শান্তি আসতে পারে না।

যুগে যুগে মানব রচিত ধর্মগুলো নারী সমাজকে বিভিন্ন খারাপ আখ্যায় আখ্যায়িত করে রেখেছিল। যেমন গ্রীস পুরাণে কল্পিত নারী "পান্ডোয়াকে" মানবের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইহুদী পুরাণে হযরত হাওয়াকে অনুরূপ বলা হয়েছে। এ প্রভাবে খৃষ্টান সমাজও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে। তাদেরও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, নারীই পাপের মূল উৎস। তাদের ধর্মগুরু নারী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, নারী শয়তান আগমনের দ্বার স্বরূপ, সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে আকর্ষণকারিণী, আল্লাহর আইন ভঙ্গকারিণী ও পুরুষের ধ্বংসকারিণী, কেউ নারীকে বলেছেন অনিবার্য পাপ ইত্যাদি। হিন্দু ধর্মেও নারীর প্রতি অনেক অবিচার রয়েছে। এখনও অনেক ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ রয়েছে। একমাত্র ইসলামই নারী এবং পুরুষকে সমানাধিকার দান করেছে। পবিত্র কুরআন নারী পুরুষকে সমানাধিকার দান করেছে। এক হাদীসেও মায়ের মর্যাদাকে পিতার থেকে তিনগুণ উপরে স্থান দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে ভোগবাদী সমাজ নারীদেরকে ভোগ করার মানসে যখন যেমন তখন তেমন কৌশল অবলম্বন করে নারী অধিকার ও স্বাধীনতার মিথ্যা প্রলোভনে গৃহের বাহির করে একদিকে সংসার সমাজ ইত্যাদি ধ্বংস করেছে অপরদিকে হোটেল ক্লাব, নাট্যশালা ইত্যাদি স্থানে নিয়ে মাতৃজাতির মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। আজও দেখা যায় পৃথিবীর অনুন্নত দেশের নারীগণ বেচাকেনার সামগ্রী হিসেবে দেশ দেশান্তরে ঘুরপাক খাচ্ছে। দেশের লক্ষ লক্ষ মহিলা ধোঁকা খেয়ে সন্তান নিয়ে দারে দারে ঘুরছে। আর এসব চিত্র প্রদর্শন করে জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিকগণ রাজনীতির ব্যবসা জমজমাট করছে কিন্তু নারীদের সমস্যা একস্থানে বসে নেই বরং ক্রমান্বয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে চলছে।

তাই নারী মুক্তি আন্দোলন আজ এক অপরিহার্য আন্দোলনের রূপ লাভ করেছে এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তথাকথিত রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও ভোগী সমাজ যাতে এই আন্দোলনকে লক্ষ ভ্রষ্ট করতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

www.amarboi.org

দিয়ে নারী মুক্তি আন্দোলন জোরদার এবং নারী সমাজকে সজাগ করা খুবই প্রয়োজন।

নারী 'মুক্তি আন্দোলন' পুস্তকের লেখিকা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শামছুন্নাহার নিজামী অত্র পুস্তকে নারী সমাজের বর্তমান অবস্থা, নারী সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ও নারী মুক্তির সঠিক উপায় সুন্দর সহজ ও সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন।

পুস্তকটির বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রাহকদের চাহিদার কারণে আধুনিক প্রকাশনী পুস্তকটি প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নারী সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে এবং নারী মুক্তি আন্দোলনে পুস্তকটি অবদান রাখবে বলেই আমরা আশা করি।

মহান আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

আমীন

—প্রকাশক

www.amarboi.org

বিষয়সূচী

পূর্বাভাস	৭
নারী সমাজের বর্তমান অবস্থা	৯
নারী সমাজ সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী	১৪
তথাকথিত নারীমুক্তি আন্দোলন পর্যালোচনা	২১
আধুনিক সাহিত্যের আলোকে বিক্ষুব্ধ নারী মানস	২৩
নারী মুক্তির সঠিক উপায়	৩২
উপসংহার	৪৪

www.amarboi.org

পূর্বাভাস

নারী সমাজকে নিয়ে আজ কেউবা ব্যস্ত অতিমাত্রায়, আবার কেউবা তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। কেউ তাদেরকে নির্দিষ্ট গন্ডি থেকে টেনে বাইরে আনতে চায়, কেউ বা চায় তাদেরকে সম্পূর্ণ অবরোধ করতে। মুক্তি মানুষের সহজাত কাম্য। প্রত্যেক মানুষই চায় স্বাধীন সত্তা নিয়ে বাঁচতে। এই পথে বাধা দিয়ে কেউ কাউকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু নারীর সত্যিকার মুক্তি কোন পথে? পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বাইরের জগতে পুরুষের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলার মাধ্যমেই কি তার প্রকৃত মুক্তির পথ নিহিত? অথবা আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করলেই কি সে পাবে সঠিক মুক্তি?

পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা কি সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা পেয়েছে? তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারকম কর্ম কুশলতা দেখাচ্ছে। নানাভাবে তারা পুরুষকেও ডিঙ্গিয়ে গেছে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে। তবুও কি তারা পেয়েছে প্রকৃত শান্তি? মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীন, আর সেই প্রকৃতি প্রদত্ত স্বাধীনতায় মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য বা তারতম্যের স্থান নেই। তাই কোন্ বিশেষত্বের বদৌলতে মানুষের একটা শ্রেণী স্বাধীনতার স্বাদ পুরোপুরি উপভোগ করবে আর অপর শ্রেণী তা থেকে হবে বঞ্চিত? কোন্ অপরাধে নারীকে যাবতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে তাদেরকে চিরতরে পঙ্গু করে রাখা হবে? নারী জাতি কি তবে মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়? আধুনিক নারী মানস এসব প্রশ্নের একটা বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তর কামনা করে। সামাজিক জীবনে নারী পুরুষের সম্পর্কের ধরনটা কেমন হবে? তাদের কাজের ক্ষেত্রই বা কি? এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন। এর উপরই নির্ভর করে গোটা সমাজের শান্তি শৃংখলা।

মানব শরীর একটা ক্ষুদ্রতম জগৎ। এর শারীরিক গঠন, প্রাকৃতিক বিন্যাস, ক্ষমতা, যোগ্যতা, কামনা, বাসনা, অনুভূতি, অনুপ্রেরণা ইত্যাদির উপর দৃষ্টি রেখেই এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, নারী সম্পর্কে বরাবরই বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। তাকে নিয়ে চরম এবং ন্যূনতার বিস্ময়কর টানা হেচড়া চলেছে। নারী একদিকে মাতা রূপে সন্তান জন্মদান করছে, আবার অর্ধাঙ্গিনীরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সাহায্য করছে, অপরদিকে তাকেই আবার সেবিকা অথবা দাসীর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। গরু-ছাগলের ন্যায় তাদের ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে।

www.amarboi.org

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন সুযোগই দেয়া হয়নি। যখন সমাজ নারীদের প্রতি এরূপ ব্যবহারের বিষময় ফল অনুধাবন করতে পারে, বুঝতে পারে যে, সমাজের অর্ধেক অনুন্নত রাখলে উন্নতির পথ রুদ্ধ ; তখন তারা জাতির অর্ধাংশকে অপর অর্ধেকের সাথে চলার যোগ্য করে তোলে। অবশেষে ক্ষতি পূরণ করতে যেয়ে নারী সমাজকে চরম বিশৃংখলা এবং চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত করে। নৈতিক অধপতনের সাথে মানসিক, শারীরিক, বৈষয়িক যাবতীয় অবনতি অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়। এর শেষ পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কি হতে পারে ? এতো গেলো অতীতের কথা। এখন দেখা যাক, বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থা কি ? নারী সম্পর্কে প্রচলিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিইবা কেমন ? নারীর প্রকৃতি কি ? তাদের সত্যিকার মুক্তিইবা কোথায় ? ইসলাম আধুনিক প্রচলিত যাবতীয় মতবাদের মোকাবেলায় নারীকে কোন্ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে ?

বর্তমান পুস্তিকার মাধ্যমে আমি সেসব বিষয়ই আলোচনা করতে প্রয়াস পার ইনশাআল্লাহ।

www.amarboi.org

নারী সমাজের বর্তমান অবস্থা

বর্তমান অবস্থায় নারী সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সাধারণত তাদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

এক ঃ গ্রামের অশিক্ষিতা বা অর্ধশিক্ষিতা নারী সমাজ ঃ

গ্রামের অধিকাংশ মেয়েরাই অশিক্ষিতা। শিক্ষার আলো খুব কমই তাদের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পায়। জীবন তাদের অজ্ঞানতা, অশিক্ষা আর অন্ধ বিশ্বাসে ভরপুর। গতানুগতিকভাবে চলতে তারা অভ্যস্ত। ফলে কোন উচ্চাশা তাদের মধ্যে জন্মলাভ করে না। তারা যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে সেই অবস্থাকেই মেনে নেয়। নিরুপায়ভাবে ভাগ্যের কাছে সপে দেয় নিজেকে। ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মানসিকতা এবং মনোবল তাদের নেই। নিজেদের ভাগ্যকে নিজেরা গড়ে নিতে তারা অক্ষম। এর ফলে তাদের পুরুষ প্রভুর কাছ থেকে পাওয়া অসহনীয় অত্যাচার, অবিচার আর লাঞ্ছনা তারা মুখ বুজে সহ্য করে। তারা এগুলোকে তাদের পাওনা বলেই ধরে নেয়।

এই গ্রাম্য নারী সমাজকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) ধর্ম পরায়ণা ঃ

গ্রাম্য অশিক্ষিতা সমাজের মধ্যেও কিছু মহিলাকে আমরা দেখতে পাই ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ। যদিও তাদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি অত্যন্ত সীমিত, জানার সুযোগও তাদের কম, তবুও তারা ধর্ম বিষয়ে জানার জন্যে সদা উন্মুখ থাকে এবং বাস্তব জীবনে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেই নিয়ম-কানুনগুলো যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা করে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক প্রভাব বর্তমান। ধর্মভীরু পরিবারের মেয়েরা সাধারণত ছোটবেলা থেকেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে ধর্ম পালনকারী রূপে দেখতে পায়। এরপর আস্তে আস্তে তারাও এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। এ ধরনের মহিলারা সাধারণত শহুরে, তাদের ভাষায় বেহায়া মেয়েদের সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করে থাকে। কারণ, সচরাচর শহরের যে সমস্ত মেয়ে তাদের চোখে পড়ে তারা বেশীর ভাগই উচ্ছৃংখল। পর্দার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। কাজেই তাদেরকে তারা ঘৃণার চোখেই দেখে।

www.amarboi.org

(খ) ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন ঃ

এরপর আর এক ধরনের মহিলা আমাদের চোখে পড়ে, যারা পুরোপুরি উচ্ছৃংখল না হলেও ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন। গতানুগতিক জীবন যাপনে তারা অভ্যস্ত। বলা চলে শহরের হাওয়া তাদের গায়ে লেগেছে। শহরের চাকচিক্যময় জীবন তাদেরকে আকৃষ্ট করে। যে সমস্ত মেয়েরা জাঁকজমক সাজসজ্জা সহকারে চলে তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে। ধর্মপরায়ণা ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে তারা নিতান্ত সেকেলে বলে ধারণা করে। অবশ্য ধর্মের সরাসরি বিরোধিতা করার সাধ্য বা মনোবল কিছুই তাদের নেই। গ্রামে বাস করলেও তারা যে নিতান্ত গেঁয়ো নয়, একথা প্রমাণ করার জন্য তারা শহুরে মেয়েদের চাইতেও বেহায়াপনা ইত্যাদিতে কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। আর উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তারা হয় অমার্জিত, অশালীন। পোশাক এবং আচার ব্যবহারে তাদের বেহায়াপনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অবশ্য এসব কারণে তাদের পারিবারিক অশান্তি কম হয় না। হয়ত বা সেই বউয়ের শাশুড়ী এসব পছন্দ করেন না। তিনি চান শালীন সুন্দর এক বউ। কিন্তু আধুনিকা বউ এগুলোকে আমল দিতে নারাজ। ফলে সৃষ্টি হয় অশান্তি। কোন সময় আবার দেখা যায় দূর সম্পর্কীয় কোন যুবক আত্মীয় হয়ত বাড়ীর বউয়ের এই মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেক সময় ঐ বাড়ীতে গল্প গুজবে কাটায়। সেটা গ্রামীণ সংসারে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। অঘটন যে এসব ক্ষেত্রে সবসময় ঘটে, তা নয়। তবে একেবারেই নিশ্চিত বলা যায় না যে, কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না।

দুই ঃ শহুরে এবং শিক্ষিতা নারী সমাজ ঃ

নারী সমাজ দিন দিন শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। শহরের মেয়েরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য নানারকম সুযোগ সুবিধাও পাচ্ছে। শহরে স্কুল কলেজের সংখ্যাও নিতান্ত স্বল্প নয়। কাজেই তথাকথিত শিক্ষিতের হারও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে।

এই শিক্ষিতা নারী সমাজকেও তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) উগ্র আধুনিকতাবাদী এবং পাশ্চাত্যের অনুসারী ঃ

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে মানুষকে আল্লাহবিমুখ করে তোলে। এই শিক্ষাব্যবস্থা এবং পারস্পরিকতা সমস্ত কিছু মিলে ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মগজকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মবিরোধী করে তোলে। তারা আকৃষ্ট হয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি। পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় জীবনের দিকে তারা দ্রুত ধাবিত

www.amarboi.org

হয়। আধুনিক নারী সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে তারা পাশ্চাত্য মেয়েদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। তথাকথিত হাই সোসাইটির দিকে তাকালে এই উগ্র আধুনিক মহিলাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা দেখতে পাই। তারা পুরুষের ভোগের সামগ্রী বৈ কিছুই নয়। নারী হিসেবে এতটুকু মর্যাদা তারা পায় না। নিজেদের দেহ-সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে তারা পুরুষকে প্রলোভিত করে। কিন্তু বিনিময়ে তারা কি পায়? দু'দিন উপভোগ করার পর এই পুরুষেরাই তাদের ছুড়ে ফেলে দেয় ডাষ্টবিনে।

সাধারণত দু'টি কারণে মেয়েরা যাবতীয় অশালীনতা এবং উচ্ছৃংখলতা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়। (এক) স্বাভাবিক লজ্জাবোধ (দুই) অবৈধ সন্তান জন্মানোর ভয়। প্রথমটি আধুনিক শিক্ষা বিশেষ করে সহশিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদির কারণে অনেক আগেই এ সমাজ থেকে বিধায় নিয়েছে। এখন লজ্জা আর নারীর ভূষণ নয়। বেহায়াপনায় যে যত অগ্রসর সে-ই সমাজে তত বেশী বরণীয়া। যে যত বেশী শরীরকে নগ্ন রাখতে পারবে সে-ই তত বেশী আধুনিকা। মেয়েদের জন্য দ্বিতীয় যে বাধা সেটা বিদায় নিয়েছে পরিবার পরিকল্পনার অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনার বদৌলতে। শত ব্যাভিচারিণী হয়েও সে সমাজের বুকে গণ্যমান্য একজন হয়ে থাকতে পারে। সে সবকিছু ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কাজেই এরপর খারাপ হওয়ার পথে আর বাধা কোথায়? আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে, এই ধরনের মহিলার সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। কারণ, এ জীবনে বাহ্যিক চাকচিক্যের কোন অভাব নেই। আছে দায়িত্বহীনভাবে জীবন কাটানোর এবং তাদের ভাষায় জীবনকে উপভোগ করার প্রচুর উপকরণ। তাদের মতে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন। বর্তমানই জীবন। কে চায় সংসারের গন্ডিতে নিজেকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধতে।

(খ) পুরোপুরি ধার্মিক না হলেও শালীনতায় বিশ্বাসী ঃ

এরপর কিছু মহিলা আমাদের চোখে পড়ে, যারা পুরোপরি ধার্মিক নয় কিন্তু উপরোক্ত দলেও তাদেরকে ফেলা যায় না। তারা মোটামুটি শালীনতায় বিশ্বাসী। পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারে তারা সাধারণ শালীনতা রেখে চলে। এরা পুরোপুরি ধর্ম মেনে চলার পক্ষপাতি নয়। এদের মধ্যে আধা পর্দা এবং আধা প্রগতির বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখা যায়। এরা চায়, ধর্মের সাথে আধুনিকতাবাদের একটা সামঞ্জস্য এবং নিজেদের সম্ভ্রম সতীত্বকে রক্ষা করতে এবং আপন পরিবেশকে অধপতন থেকে মুক্ত রাখতে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও

www.amarboi.org

মৌলিক নীতি অনুসরণে যে পরিমাণ ফল পরিস্ফুট হওয়া স্বাভাবিক তাও তারা মেনে নিতে যেমন রাজী নয় ; তেমনি ইসলাম যে মানুষের জন্য একটা পূর্ণ জীবন বিধান দিয়েছে এবং এর একটা নিজস্ব গন্ডি আছে সেই গন্ডিতেও এরা থাকতে নারাজ। এরা তত বেশী উচ্ছৃংখল না হওয়ার কারণে মোটামুটি সুগৃহিনী। এরা সংসার, স্বামী, সন্তানের দায়িত্ব যথাযথ পালনের চেষ্টা করে। অনেকে আবার নামায রোযা ইত্যাদির মত ধর্মের কতকগুলো আনুষ্ঠানিকতাও পালন করে। এতেই এরা যথেষ্ট ধর্ম মানা হচ্ছে বলে মনে তৃপ্তি পায়। এরা আবার ক্লাব, পার্টি ইত্যাদিতেও অংশ নেয়। পুরুষের সাথে এক সঙ্গে চলতেও এদের কোন আপত্তি নেই। মোটকথা, এরা মোটামুটি সবকিছুতেই মানিয়ে চলতে চায়। অর্থাৎ তাদের বাড়ীতে ইসলামী চরিত্রও অক্ষুণ্ন থাকবে, পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলাও ঠিক থাকবে এবং একই সাথে তাদের সামাজিকতার মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধাগুলোও যুক্ত থাকবে। এদের ধারণা যে, তারা অর্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং অর্ধ ইসলামী পন্থা একত্র করে উভয় সভ্যতার সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করবে। কিন্তু ভিন্ন আদর্শ এবং ভিন্ন লক্ষ্যসহ দু'টি বিপরীতমুখী সভ্যতার অসামঞ্জস্য একত্রীকরণের ফলে উভয়ের গুণাবলীর পরিবর্তে দোষগুলোই একত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী ।

বিশেষত এটাও অযৌক্তিক যে, একবার ইসলামের সুদৃঢ় নৈতিক ব্যবস্থার বন্ধন শিথিল করার পর মানুষ বন্ধনহীন কাজে আনন্দ লাভ করার পর তাকে এমন এক সীমারেখায় আবদ্ধ করা অসম্ভব। এই দেহ প্রদর্শনী, সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার লালসা, বন্ধু-বান্ধবের বৈঠকাদিতে নির্ভীক নির্লজ্জতা, অশ্লীল সিনেমা, নগ্নচিত্র, প্রেমপূর্ণ গল্প বা নাটকাদির প্রতি বর্ধনশীল অনুরাগ ইত্যাদি থেকে কি করে ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে ? এই অর্ধ প্রগতির গতি প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যবাদের দিকেই। দুঃখের বিষয় এ ধরনের মহিলার সংখ্যাই আমাদের সমাজে বেশী।

(গ) ধর্মনিষ্ঠ ঃ

কিছু সংখ্যক মহিলা আছেন যারা সংখ্যায় যদিও নগণ্যও তবুও পুরোপুরি ধর্মনিষ্ঠ। ধর্মকে তারা তাদের জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবেই মেনে নিয়েছে। ধর্মের সবকিছু তারা পুরোপুরি মেনে চলতে আগ্রহী। যতটুকু সম্ভব তারা তা নিজের জীবনে রূপ দেয়। পরিবারেও তারা এর পুরো প্রতিফলন ঘটাতে চায় এবং পরিবারের অন্য সব সদস্যদেরকেও খাঁটি মুসলমানরূপে গড়ে তুলতে প্রয়াসী। ইসলাম পালনের পথে কোন বাধাকেই তারা গ্রাহ্য করে না।

www.amarboi.org

শত অত্যাচার অবিচারকেও তারা হাসিমুখে সয়ে যেতে পারে—এ পথে থাকার জন্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সমাজে তাদের এ মানসিকতা বিকাশের কোন সুযোগ তারা পাচ্ছে না। এমনকি ধর্মপ্রাণ পুরুষদের কাছ থেকেও কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য সহানুভূতি নেই তাদের পেছনে।

তিন ঃ শহরের অশিক্ষিতা নারী সমাজ ঃ

উপরোক্ত কয়েক শ্রেণী ছাড়াও আর এক ধরনের নারী সমাজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তারা হচ্ছে শহরের অশিক্ষিতা নারী সমাজ। সমাজে এদের অবস্থা নিতান্ত করুণ। এরা সমাজে চরমভাবে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। জীবন যাপনের ন্যূনতম মান রক্ষা করে চলার সামর্থও এদের নেই। নিতান্ত পশুর মত এরা জীবন যাপন করে। সামান্য আহার্য সংগ্রহের জন্য অনেক ক্ষেত্রে এদের দেহ বিক্রি পর্যন্ত করতে হয়। গ্রামের অনাথ মহিলারা তবুও কিছুটা সাহায্য-সহানুভূতি পেয়ে থাকে, তাদের প্রতিবেশী বা গ্রামের লোকদের কাছ থেকে। গ্রামের লোকেরা এখনও কিছুটা সহানুভূতিশীল। এখনও তাদের কিছুটা মানবীয় দরদ বর্তমান। কিন্তু শহরের মানুষ এখন পুরো যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে। ইট-পাথরের আড়ালে তাদের মন থেকেও বিদায় নিয়েছে মানবিকতা, সাধারণ দয়া দাক্ষিণ্যটুকুও। তারা এখন আরাম-আয়েশ এবং জীবন যাত্রার মান বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এসব দুঃস্থ মানুষের করুণ কান্নার দিকে দৃষ্টি ফরানোর অবকাশ তাদের কোথায় ? তারা যা দেয় তার চাইতে বেশী উসুল র নিতে চায়।

পক্ষান্তরে এসব নারীরাও তেমন কোন নৈতিক শিক্ষা পায়নি, যার ফলে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। তারা ইচ্ছা করেই হোক আর দায়ে পড়েই হোক এসব কদর্য পথে পা বাড়ায়, যার বিষফল স্বরূপ দেখা যায় শহরের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠে অবৈধ কাজের অগণিত আখড়া। শত শত নিরপরাধ মানুষ এদিকে আকৃষ্ট হয়ে আস্তে আস্তে ডুবে যায় পংকিলতার অতল তলে। এসব নারীদের জীবন দুর্বিসহ, অথচ এর থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায়ও তাদের নেই।

www.amarboi.org

নারী সমাজ সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি

নারী এবং পুরুষের সম্পর্ক সমাজের মূল বুনিয়াদ। এটার উপর নির্ভর করে সমাজের মূল ভিত্তি। কাজেই জ্ঞানী সমাজ নারীদের যথার্থ স্থান নির্ধারণের অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করেন। নারী সমাজ সম্পর্কে আমাদের দেশে অনুরূপভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান। এবার এ পর্যায়েও কিছু আলোচনা করা যাক। সাধারণত প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

এক ঃ ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের ধারণা ঃ

নারী সমাজ সম্পর্কে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের একটা ধারণা অবশ্যই আছে। তারা নারীকে কোন্ পর্যায়ে ফেলতে চান এবং কিরূপ আচরণ তাদের কাছ থেকে আশা করেন, নারী সমাজের জন্যে তারাই বা কি করতে চান, এবার এটাই দেখা যাক। ধার্মিক ব্যক্তিবর্গকেও আমরা আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

(ক) আলেম সমাজ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের ধারণা ঃ

আলেম বলতে আমরা সাধারণত ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই বুঝি। ইল্‌ম যাদের মধ্যে আছে তারাই আলেম। কোন জিনিসের সঠিক জ্ঞান ছাড়া সেই জিনিস সম্পর্কে কোন মতামত পোষণ করা যায় না—কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটা যন্ত্র সম্পর্কে যে ভাল মতো জানে সেই ইঞ্জিনিয়ারই কেবল বলতে পারবে সেই যন্ত্রটির পরিচালনার সঠিক পন্থা। প্রকৃত আলেম এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদেরও তেমন জ্ঞানের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ এবং তা এসেছে এ বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ পাকের কাছ থেকে। তারা চান নারীকে তার সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে। প্রকৃতির বিরুদ্ধতা নয় বরং প্রকৃতি নারীর জন্যে যে স্থান নির্দিষ্ট করেছে, সেটাই তার প্রকৃত স্থান। নারীরা বাইরে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঘোরা-ফেরা করুক এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করুক এটা তারা চান না। আবার তাদেরকে অন্ধ যুগের মত চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখার পক্ষপাতিও তারা নন। ইসলাম নারীকে যতটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে তারা তার সংরক্ষণের পক্ষপাতি। নারী তার নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করুক, প্রয়োজনবোধে সে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করুক, নারী সমাজের

www.amarboi.org

প্রকৃত কল্যাণের জন্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিক তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে উচ্ছৃঙ্খল, বেপর্দাভাবে ক্লাবে রেস্তোরায় পুরুষদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াক, রাস্তা-ঘাটে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শনী করুক, এটা তাদের কাছে অসহনীয়। তারা নারীকে শ্রদ্ধা করেন। তাদের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণে তারা সদা তৎপর। তারা বিশ্বাস করেন, মেয়েরা মা এবং ভগ্নির জাতি। প্রকৃতির দেয়া স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করার পর আবার পুরুষের কর্মক্ষেত্রে টেনে এদের উপর অত্যাচার করতে এরা প্রস্তুত নন—যে দায়িত্ব থেকে স্বভাবতই নারী অব্যাহতি পায়।

(খ) অন্ধ কুসংস্কারবাদী তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিদের ধারণা ঃ

আমাদের সমাজে কিছু এমন লোক চোখে পড়ে, যাদেরকে বাহ্যিকভাবে ধার্মিক বলে মনে হলেও ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা তাদের নেই। কুরআন-হাদীসের প্রকৃত জ্ঞান তাদের নেই। তাদের মন বিভিন্ন অজ্ঞানতার কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। কোন উন্নত জ্ঞান বা চিন্তা তাদের নেই। নারীদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা যে, এরা চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। শিক্ষাদীক্ষা বা জ্ঞান-গবেষণার কোন প্রয়োজন এদের নেই। সমাজের কোন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের কোন অধিকারও এদের নেই। নিছক পুরুষের সেবা এবং গতানুগতিকভাবে সংসারের বিভিন্ন কাজকর্ম করাই এদের দায়িত্ব। নামায-রোযা করবে, কিন্তু তার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাও তাদের কাছে নিরর্থক। যার ফলে শুদ্ধ এবং ঠিকমত নামাজ-রোজা করার মত জ্ঞানার্জনের সুযোগও এরা দিতে নারায। তাদের মতে পুরুষ তাদের উপর যত অত্যাচারের ষ্টীমরোলারই চালাক না কেন, নির্বিবাদে তা সহ্য করার মধ্যেই রয়েছে নারী জন্মের স্বার্থকতা। পর্দার নামে এরা নারীদের উপর কঠোর অবরোধের সৃষ্টি করে, যার ফলে নারীরা তাদের স্বাভাবিক অধিকার হতে হয় বঞ্চিত।

দুই ঃ ধর্মের প্রতি উদাসীন ব্যক্তিদের ধারণা ঃ

সমাজে কিছু লোক আছে, যারা পুরোপুরিভাবে ধর্মকে মানে না আবার ধর্মের প্রতি একেবারে বিতৃষ্ণ এবং বিরোধীও নয়। তারা গতানুগতিকভাবে চলতে অভ্যস্ত। পরকালকে তারা ভয় করে, আল্লাহকে ভয় করে, ইহকালীন কাজের জন্য পরকালীন জীবনে কষ্ট ভোগ করতে হবে অথবা পুরস্কৃত হতে হবে, এও তারা বিশ্বাস করে ; কিন্তু সে জন্য ইহকালীন জীবনে চেষ্টা-সাধনা তারা করে না। তাদের ব্যক্তি জীবন এবং পারিবারিক জীবন ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করতেও তারা ততটা উৎসাহী নয়। 'যেমন খুশি তেমন চলার' নীতিতে

www.amarboi.org

তারা বিশ্বাসী। এদের মধ্যে আবার অনেকে সুবিধাবাদী নীতিতেও বিশ্বাসী। "যেমন কাল তেমন চাল" ভাবে চলতেও এরা অভ্যস্ত। এদের মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় রকমই দেখা যায়।

(ক) শিক্ষিতদের ধারণা ঃ

শিক্ষিতদের মাঝে অনেককেই দেখা যায়, যারা জীবনে চলার পথে তেমন চিন্তা-ভাবনা করে চলেন না—যদিও সমাজ তাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে। ধর্মের প্রতি তাদের একটা মিশ্র ধারণা বিদ্যমান। তারা ভাবেন, এ যুগে পুরো ইসলাম মানা কি সম্ভব ? কাজেই এ দুনিয়ায় চলতে হলে প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার পর যতটুকু সম্ভব ততটুকু ধর্ম মানাই যথেষ্ট। তাদেরকে দেখা যায় একদিকে যেমন নামায-রোযা ইত্যাদি করছেন তেমনি তারা বিভিন্ন পার্টি–ফাংশন ইত্যাদিতেও তাদের মেয়েদেরকে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন। আবার দেখা যায়, তারা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সামনেও নিজের স্ত্রী, বয়স্ক মেয়েদেরকে যেতে দিচ্ছেন, স্বাধীনভাবে মেশার সুযোগ দিচ্ছেন—কোন পর্দার তোয়াক্কা না করেই। আবার দেখা যায় তাদের পরিবারের মেয়েরা রাজনীতিতেও আল্লাহ বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুরুষদের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। মোটকথা, হিন্দুদের পূজা-পার্বণ ইত্যাদির মত ইসলামকেও তারা একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম মনে করেন। কোন রকমে ধর্মের অনুষ্ঠানগুলো পালন করেই এরা মুক্ত। এটার প্রভাব যে গোটা জীবনে পড়া উচিত, এ সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের নেই। ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত পড়াশুনা করে এটা জানার প্রয়োজনীয়তাও তাদের কাছে নগণ্য।

(খ) অশিক্ষিতদের ধারণা ঃ

ধর্মের প্রতি উদাসীন শিক্ষিত লোকের তবুও সাধারণ মমতাবোধ এবং সহানুভূতি বিদ্যমান। কিন্তু অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে সেটুকুও সাধারণত বর্তমান থাকে না। তাই নারীদের সাথে তারা পশু সুলভ ব্যবহার করে। যেহেতু আমাদের সমাজে এ ধরনের লোকের সংখ্যাই বেশী, সেহেতু বিপুল সংখ্যক নারী এদের কবলে পড়ে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করছে। এই বিপুল সংখ্যক অবহেলিতা অসহায়া নারী সমাজের কথা, তাদের মুক্তি ও কল্যাণের কথা, তথাকথিত সংগ্রামী বোনেরা কখনও ভেবে দেখেন কি ?

তিন ঃ ধর্ম বিরোধীদের ধারণা ঃ

সমাজে কিছু লোক আছে যারা কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নয়। কোন নীতি মেনে সুষ্ঠুভাবে জীবন চালাতেও প্রস্তুত নয়। এরা প্রবৃত্তির পূজারী। মন যা চায়

www.amarboi.org

তাই তারা করে। এতে সমাজ এবং সংসারের কতটুকু উপকার বা ক্ষতি হলো, তা তারা কখনও ভেবে দেখে না। এদের মতে দু'দিনের এ জীবন যেমন করে পার উপভোগ করে নাও। জীবন ফুরিয়ে গেলেইতো সব শেষ। পরজীবনকে তারা বিশ্বাস করে না। নারীদেরকেও তারা ঠিক তেমনই তাদের প্রবৃত্তির খোরাক, চিত্ত-বিনোদনকারিণী রূপে পেতে চায়। নারী তাদের কাছে উপভোগের বস্তু। নারীদের পৃথক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এদের কাছ থেকে পুরো কাজও তারা পেতে চায়। ফলে এটা মেয়েদের উপর জুলুমের রূপ নেয়। প্রয়োজন শেষ হলেই নারীরা তাদের কাছে মূল্যহীন। অবশ্য ধর্ম বিরোধীদের মধ্যেও যে কিছু সংখ্যক লোক সাধারণ মানবিক গুণসম্পন্ন নেই একথা বলা যায় না। তবে তাদের সংখ্যা সীমিত। তারা পাশ্চাত্য দেশের মত নারী স্বাধীনতার (?) পক্ষপাতি। তারা পর্দা প্রথার ঘোর বিরোধী। তাদের মতে পর্দা নারীর যাবতীয় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক।

চার ঃ মুনাফাখোর ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ভূমিকা ঃ

আমাদের দেশে কিছুসংখ্যক লোক আছে, যারা তাদের ব্যবসায়ে বেশী লাভবান হওয়ার জন্য লোকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে যে কোন হীন পন্থা অবলম্বন করতেও পিছপা হয় না। সমাজের উন্নতি বা অবনতির দিকে তারা ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করে না।

(ক) পণ্যের চাহিদা বাড়ানোর জন্যে মেয়েদের ছবি ব্যবহার ঃ

পণ্যদ্রব্যে এবং বিজ্ঞাপনে মেয়েদের ছবি ব্যবহার আজ আমাদের সমাজে একটি অতি প্রচলিত ঘটনা। কেউই এটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। পথে-ঘাটে, বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যে সবসময়ই বিজ্ঞাপন দেখতে পাচ্ছি এবং তার অধিকাংশই নারীদের ছবি। নারী মূর্তিকে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ভঙ্গিতে কখনও অর্ধ নগ্ন, কখনও বা প্রায় নগ্ন করে দর্শকের চোখে বিজ্ঞাপনগুলো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। একটু জ্ঞান এবং বিবেক সম্পন্ন মানুষই এটা অনুধাবন করতে পারে যে, এটা নারী জাতির কত বড় অবমাননা। সামান্য জেন্ড, ব্লেড এগুলোতেও নারী মূর্তি। ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নারীদের ব্যবহার কি কখনও সম্মানজনক হতে পারে ? তাও আবার তার গোপন অঙ্গগুলোকে প্রকাশ করে—যেটা নিতান্তই ঢেকে রাখার জিনিস। নারীর গোপন অঙ্গগুলো কি এতই সহজলভ্য ? এ ছাড়া এ সমস্ত বিজ্ঞাপনের ফলে সমাজও কম ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। এর ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকারা পর্যন্ত

www.amarboi.org

এমন জ্ঞান লাভ করে, যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। তাছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যেও এর মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট ক্ষতিকর উপাদান, যা তাদের খারাপ চিন্তার খোরাক জোগায়। সুন্দরী নিতম্বী এবং মনোরম ভঙ্গিতে তোলা নারী মূর্তির প্রতি কে না আকৃষ্ট হয়? সুতরাং এগুলো সমাজে একটি ব্যধির জন্ম দেয়।

(খ) অভ্যর্থনা কারিণী হিসেবে নিয়োগ ঃ

বিভিন্ন স্টল, হোটেল, দোকান ও বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে অভ্যর্থনাকারিণী হিসেবে নিয়োজিত মেয়েদেরকে আমরা দেখতে পাই। এসব ক্ষেত্রে তারা ক্রেতাদের মনোরঞ্জন করে থাকে। কিন্তু এটা কি নারীত্বের অবমাননা নয়? নিজেদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনোরম করে দশজন পুরুষের সামনে তুলে ধরা, বিনিময়ে কিছু অর্থ লাভ। এটাই কি নারীর স্বাবলম্বিতার স্বরূপ? তারা কি ভোগ্য পণ্য? একজন মেয়ে ক'জন পুরুষের মনোরঞ্জন করতে পারে? আর করতে গেলেও কি তার গোটা জীবন প্রতারণা আর অভিনয়ের বিষে ভরে উঠবে না? এর ফলে সমাজকেও কম খেসারত দিতে হয় না।

(গ) দেশী-বিদেশী, সরকারী-বেসরকারী অফিসের পদস্থ অফিসারদের ব্যক্তিগত সহকারিণী রূপে নিয়োগ ঃ

এদের জীবন যে কত দুর্বিসহ তার এক করুণ চিত্র আঁকা হয়েছে প্রতিবেশী ভারতের একটি সাপ্তাহিক Famina পত্রিকায়। উক্ত পত্রিকায় এসব মেয়েদের দুর্দশার এক বাস্তব ও করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই মেয়েরা তাদের দৈত প্রভুর মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়ে জীবনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্বামীর কাছেও তারা অবিশ্বাসের পাত্রী হয় সঙ্গত কারণেই। ফলে শান্তির নীড় পরিণত হয় অশান্তির জ্বলন্ত অঙ্গারে। একদিন হয়তো সংসারের আর্থিক সচ্ছলতা আনার জন্যে, নিজেদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার জন্যে তারা এই পেশা গ্রহণ করেছিল, সেটাই পরবর্তীতে তাদের জীবনে কাল হয়ে দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত এই চাকুরী জীবনেও তারা ব্যর্থ হয়।

(ঘ) হোটেল ব্যবসায়ীর কবলে ঃ

আমাদের দেশেও পাশ্চাত্যের অনুকরণে এমন অনেক অভিজাত হোটেল গড়ে উঠেছে, যেখানে খরিদ্দারের মনোরঞ্জনের জন্যে মেয়ে সরবরাহ করা হয়। কিছু মেয়ে আছে যাদেরকে বাইরে থেকে বেশী শিক্ষিতা এবং ভাল বলেই মনে হয়, কিন্তু তারা এই সমস্ত হোটেল রেস্তোরাকে নিজেদের জীবিকার পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে, সেখানে তাদের উপর অর্থের বিনিময়ে পশুসুলভ আচরণ

www.amarboi.org

করা হয়। অনেক ভদ্রবেশী এবং সমাজে খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি, যারা দিনে নারী মর্যাদা, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি মুখরোচক বুলি আওড়ায়, তাদেরকেও দেখা যায় রাতের অন্ধকারে এই সমস্ত জায়গাতে আশ্রয় নিতে এবং এসব সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে।

(ঙ) সিনেমা ব্যবসায়ীর কবলে ঃ

সিনেমা বা ছায়াছবি বর্তমান যুগে আধুনিক সভ্যতার প্রধান বাহক। এখানে মেয়েরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। পেশা হিসেবেই তারা এটাকে বেছে নেয়। এতে তারা তাদের প্রকৃত মর্যাদা পায় কি ? শিল্পীরা যে ভূমিকাতেই অভিনয় করুন না কেন, প্রযোজকেরা তাদের নিজেদের খুশীমত দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যে ব্যবহার করে। প্রয়োজনবোধে তাদের পোশাকের ন্যূনতম সীমাও লংঘন করতে বাধ্য করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে ছবি যত অশ্লীল, যত অশালীন নগ্ন হয় সে ছবিই বেশীর ভাগ দর্শকের কাছে তত প্রিয় হয়। এছাড়া অভিনয়ের অশালীনতা তো আছেই। এসব ক্ষেত্রেও নারীরা শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী। এর বাইরে এদের মূল্য অতি নগণ্য। রূপ আর যৌবনই এদের একমাত্র পুঁজি। এই পুঁজি শেষ হয়ে গেলে তারা মূল্যহীন।

আসল কথা, প্রযোজক, পরিচালক এদের অর্থ উপার্জনই হয় মূল লক্ষ্য। সিনেমা শিল্পে কোন রুচির পরিচয় থাকুক, অথবা এর মাধ্যমে মানুষের মনে নৈতিকতাবোধের সৃষ্টি হোক, এসব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই তাদের নেই। দেশের বৃহত্তম প্রচার যন্ত্র, যার মাধ্যমে মানুষকে সোনার মানুষে পরিণত করা যেত, তা এখন ব্যবহৃত হচ্ছে মানুষের পশুত্বকে জাগিয়ে তোলার কাজে। এসব ছায়াছবি আমাদের দেশে এক শ্রেণীর দর্শকের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত, এতে অর্থাগমও হয় প্রচুর। তাই পরিচালকেরা এসব চিত্র নির্মাণে অত্যন্ত উৎসাহী। এসবের প্রত্যক্ষ ফল আমরা সমাজের বুকে দেখতে পাই। যুবক থেকে শুরু করে ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখেও শুনতে পাই এসব সস্তা প্রেমের অশ্লীল গান। এসব আর তাদের কাছে লজ্জার বা গোপনীয় কোন ব্যাপার নয়। ছেলেমেয়েরা দিন দিন পোশাকের শালীনতা হারিয়ে চিত্র শিল্পীদের অনুসরণ করে চলেছে। তাদের বখাটেপনার বদৌলতে সাধারণ মানুষের পথ চলা এক দুরূহ ব্যাপার। সংবাদপত্রগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় বখাটে ছেলেদের দৌরাত্ম্যে ছাত্রীরা পথ চলতে পারে না ইত্যাদি। এ সমস্ত কিছুই এসবের বাস্তব ফল। এই সর্বোত্তম প্রচার যন্ত্রকে যদি জাতীয় চরিত্র গঠন ও নৈতিকতা সৃষ্টির কাজে লাগান হতো তবে প্রচুর সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

www.amarboi.org

এছাড়াও বাজারে ছড়িয়ে আছে বহু অশ্লীল বই পুস্তক। মুনাফাখোর চতুর ব্যবসায়ীরা অনেক সময় বইগুলোর উপরে 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' কথাটা লিখে দেয় এবং উপরের ছবিটি দেয় অত্যন্ত নগ্ন করে। যার ফলে এসব বইয়ের কাটতি হয় অত্যন্ত বেশী। আবদ্ধ বইয়ের মধ্যে কি আছে দেখার জন্যে অনেক বেশী আগ্রহ সৃষ্টি হয় ক্রেতার মনে। কিন্তু ভিতরের বিষয়বস্তু হয়তো বা অত্যন্ত সাধারণ। এছাড়া আমাদের দেশে অনেকগুলো যৌন পত্রিকা প্রকাশ হয়। সেগুলোতে বিভিন্ন ছবি, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি ছাপা হয়। এগুলো যৌন আবেদনে ভরপুর এবং এসব ক্রিয়াকলাপই শিক্ষা দেয়। এগুলোর পাঠক বেশীর ভাগ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। যেখানে নৈতিকতা এবং চরিত্র বিধ্বংসী এত উপকরণ বর্তমান সেখানে কি করে উত্তম চরিত্র আশা করা যায় ? নিম গাছ রোপণ করে কি কেউ সুমিষ্ট আমের আশা করতে পারে ? এ সমস্ত বই পুস্তক এবং ছায়াছবির প্রভাবে পুরুষ কর্তৃক নারীদের উপর পশুসুলভ আচরণ বেড়ে যায়, জাহেলী যুগের মত তারা মেয়েদেরকে ভোগ্য পণ্য ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। নারীর উলঙ্গ মূর্তি তারা উপভোগ করে। এক নারীতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আবার ধর্মীয় মতে বিয়ে করে সমাজে সুষ্ঠুভাবে বাস করার মত সৎ সাহসও তাদের নেই। যৌন লাম্পট্য এবং বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব একই সঙ্গে পালন করা সম্ভব নয়। কাজেই সংসারে চরম অশান্তি দেখা দেয়। বিভিন্ন কুৎসিৎ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

www.amarboi.org

তথাকথিত নারী মুক্তি আন্দোলন পর্যালোচনা

আমাদের দেশে নারী অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থা কায়েম করা হয়েছে। দৃশ্যত তারাই নারী জাগরণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতা এবং বিদেশী ডিগ্রী প্রাপ্তাদেরও অভাব নেই। কিন্তু এদের কার্যকলাপ এবং চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এরা তাদের চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রঙ্গে রাঙিয়ে নিয়েছেন। নিজেদের জাতীয় সংহতির জন্যে যে পৃথক চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে তা তারা অনুভব করেন না। এদের মধ্যে অনেকে রীতিমত নামায আদায় এবং কুরআনও তেলাওয়াত করেন। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম মানা তাদের মতে গোঁড়ামী। পোশাক পরিচ্ছদেও কেউ কেউ শালীন হলেও অধিকাংশই নগ্ন পোশাকে সজ্জিত থাকতে পছন্দ করেন। নারী স্বাধীনতার অর্থে এরা চান নারীকে তার নারীত্ব, দৈহিক এবং মানসিক স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি অস্বীকার করে পুরুষদের সাথে সমান তালে চালাতে। মোটকথা স্বাভাবিক পথ ছেড়ে এরা চান বিপরীত পথে চলতে। তাছাড়া নারী কল্যাণ সমিতির নামে যে সমস্ত সংস্থা বা সমিতি রয়েছে এগুলো প্রধানত কতিপয় প্রভাবশালী এবং অর্থশালীদের সৌন্দর্য, গাড়ী-বাড়ী-শাড়ী গহনার প্রদর্শনী কেন্দ্র। যে মহৎ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে সামনে রেখে এরা প্রথমে একত্রিত হয়, পরে ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন্দল তাদেরকে এর থেকে দূরে নিয়ে যায়। নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার মত কোন যোগ্যতাই এদের নেই। বিভিন্ন সংস্থার মুখপাত্র হওয়ার কারণে তারা অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। জীবন তাদের বিলাসপূর্ণ। বিভিন্ন সভা-সমিতি, সেমিনার সিম্পোজিয়ামে তারা মনোমুগ্ধকর ভাষায় বক্তৃতা করে নারীদের প্রকৃত দরদী সাজে। মুখে তারা অনেক বড় বড় বুলি আওড়ায় কিন্তু সাধারণ নারী সমাজ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা, তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের ব্যাথা-বেদনা, আশা-আকাংখা সম্বন্ধে এরা একেবারেই অনবহিত। সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নীচ শ্রেণীর মেয়েদেরকে এরা ঘৃণার চোখেই দেখে। এছাড়া নৈতিক চরিত্র এদর অত্যন্ত নিম্ন স্তরের। সংস্কৃতির নামে এরা এমন কিছু করেন যা নিতান্ত অমার্জিত এবং অবৈধ অন্ধ অনুকরণ ছাড়া এদের কোন নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা নেই।

বিভিন্ন সমিতি সংস্থার নেতৃস্থানীয় মহিলাদের কেউ কেউ নিজস্ব আদর্শের প্রতি তেমন একটা আস্থাশীল মনে হয় না। নারী সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের দুঃখ

www.amarboi.org

দুর্দশার অনুভূতি এবং উপলব্ধিও তাদের নেই। নেই তাদের সমস্যা সমাধানের প্রতি যথার্থ আন্তরিকতা এবং বাস্তবানুগ চিন্তা-ভাবনা। বরং সাধারণ নারী সমাজও তাদের জীবন যাত্রার ধ্যান-ধারণা ও আচার অনুষ্ঠানের দিক থেকে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। তথাকথিত নারী স্বাধীনতার বুলি, নারী মুক্তির শ্লোগান এসবই আজ একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। কোন দেশ ও জাতির কল্যাণ প্রচেষ্টা তার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও নিজস্ব ধর্মীয় চেতনা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে আদৌ সফল হতে পারে না। আমাদের দেশের তথাকথিত প্রগতির প্রবক্তা—নেতৃস্থানীয়া মহিলাদের কোন প্রচেষ্টাই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় চেতনা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বরং এর প্রতি তাদের কথায় ও কাজে প্রকাশ পায় চরম কটাক্ষ। চিন্তার স্বকীয়তা ছাড়া কোন আন্দোলনে বলিষ্ঠতা আসতে পারে না। এরা যেহেতু পাশ্চাত্যের মগজে চিন্তার অভিনয় করেন কাজেই এমন প্রচেষ্টায় বলিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার কোন স্থান থাকতে পারে না। সুতরাং একান্ত স্বাভাবিকভাবেই এদেশের নারীমুক্তি আন্দোলন একটা ফ্যাশন শো, অভিজাত শ্রেণীর ভদ্র মহিলাদের একটা প্রদর্শনী ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন নামেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়।

এই ফ্যাশন শো এবং প্রদর্শনী কেন্দ্রগুলোতে উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও পুঁজিবাদীদের বেগম সাহেবারা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত উচ্ছাভিলাষ বা নেতৃত্ব কর্তৃত্বের মোহ চরিতার্থ করতে গিয়ে যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন তাও বড় মর্মান্তিক—বড় বেদনাদায়ক। সুতরাং এদেরকে কোন অবস্থায়ই আমাদের দেশের—বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম দেশের নারী সমাজের প্রতিনিধি বা মুখপাত্রের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে না। এ সম্পর্কে দেশবাসী বিশেষ করে সাধারণ নারী সমাজ, সৎ চিন্তাশীল, শিক্ষিতা ও আত্মমর্যাদা সম্পন্না নারী সমাজকে সচেতন হতে হবে। তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে স্বকীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নারী সমাজকে সঠিক মুক্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালনা করার জন্যে। মানুষ সৃষ্টির সেরা, তারই একাংশ নারী। এই নারী সমাজকে নিয়ে পাশবিকতার যে ঘৃণ্য মহড়া চলছে, তাকে শক্ত হাতে প্রতিহত করার মধ্যেই রয়েছে নারী সমাজের সত্যিকারের মুক্তি ও কল্যাণ।

www.amarboi.org

আধুনিক সাহিত্যের আলোকে বিক্ষুব্ধ নারী মানস

আধুনিক নারী মানস এই উচ্ছৃংখলতা, উলঙ্গপনার এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে মনের অজান্তে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে মেয়েদের লেখা বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে। সাহিত্য জাতির তথা মানুষের মনের প্রতিবিম্ব। মানুষ যা চিন্তা করে লেখার মধ্য দিয়েই ঘটে তার পূর্ণ প্রতিফলন। এ অধ্যায়ে আমি মেয়েদের লেখার মধ্য থেকে কিছু উদাহরণ পেশ করব।

সম্প্রতি মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক 'বেগম' এ গল্পগুলো ছাপা হয়েছে। এরা সবাই লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখিকা। একটি গল্পের নাম 'জীবন যেমন' গল্পের সারাংশ হচ্ছে, একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। পিতা কোন রকমে প্রাইভেট টিউশনি করে এবং পেনশনের টাকায় সংসার চালায়। তার জ্যেষ্ঠা কন্যা শেবা আই, এ, পাশ করার পর আর্থিক অনটনের জন্য আর লেখাপড়া করতে পারেনি। সে পাড়ার একটা স্কুলে মাষ্টারী করে। এতে বাপের কিছুটা আর্থিক সাহায্য হয়। মেয়েটি নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। বাইরে চাকুরী করে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সে নিজের হাতেই করে। নিতান্ত সাধারণ তার লেবাস, চাল-চলন। পিতার প্রতিও সে সহানুভূতিশীল। বড় ছেলে কামাল আড্ডাবাজ, উচ্ছৃংখল, মদখোর। সংসারের কোন চিন্তা-ভাবনা তার নেই। ছোট মেয়ে লিপি কলেজে পড়ে। একদিনের ঘটনা। শেবা পিতার নামিয়ে রাখা চায়ের কাপটা সরিয়ে বইয়ের পাতা খুলে বসল। মনে মনে ভাবল, যেমন করেই হোক বি, এ, পরীক্ষাটা তার দিতেই হবে। এর মধ্যে ছোট বোন লিপি এসে দাঁড়াল। তার পরণে রং ঝলমল শাড়ী, রুক্ষ চুলের গোছা কেটে কায়দা করে কানের দু'পাশে ঝুলানো, মুখে চড়া রংয়ের প্রলেপ। শাড়ীর কোমরের বাঁধন যেমন নীচে, ব্লাউজের ঝুল তেমনি উপরে। বোনকে দেখে শেবা খুব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল—এই অবেলায় এত সাজগোজ কেনরে লিপি ?

—সাজগোজ করব তেমন ভাগ্যই কি না আমার ! না আছে ভাল শাড়ী, না মনের মত কস্‌মেটিক।

ক্ষোভের সুর ফুটে উঠল লিপির কথায়।

—ও সবের দরকারই বা কি ? তোর এমন কচি পাতার এক ঢাল কোঁকড়া অরণ্যের মত চুল এতেই তোকে মিষ্টি দেখায়।

www.amarboi.org

খিল খিল করে হেসে উঠল লিপি।

—তুমি কিচ্ছু জান না বুবু। কোঁকড়া আর লম্বা চুল আজকাল কেউ পছন্দ করে না। খাটো আর স্ট্রেট চুলই এখন ফ্যাশান। আর মেকআপ ছাড়া মুখকে এখন বলে নেকেড্ ফেস্, বুঝলে?

বোনের কথায় এক মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে যায় শেবা, তারপর শক্ত গলায় বলে

—এসব কথা কোথা থেকে শিখিস? বাবা এত কষ্ট করে তোকে পড়াচ্ছেন। কখনওতো পড়ার কথা শুনি না তোর মুখে? কলেজে বুঝি এখন এসবই শুধু আলোচনা হয় তোদের?

—সাধে বলি নানী বুড়ি। লিপি আর একদফা হেসে উঠে।

—ওগো লক্ষ্মী মেয়ে, লেখাপড়া আর এখন ছাত্র জীবনের মূলমন্ত্র নয়। দৈনন্দিন আর পাঁচটি আইটেমের মধ্যে এটাও একটা।

শুনলেন তো আধুনিকা ছাত্রীদের মন্তব্য। এরপর দেখুন এ মেয়ের পরিণতি।

লিপির কাজল টানা চোখের অন্য রকম আলোর দিকে চোখ ফেলে শেবা বিমূঢ়ের মত একটা প্রশ্ন করে ঃ

—তোর চোখের সেই সরল দৃষ্টি কোথায় হারিয়ে গেলরে লিপি?

যুগের ঘুর্ণিপাকে। ওঃ আমার আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

লিপির দিকে তাকাতেই একটা নতুন ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে অবাক লাগল শেবার। একটু শংকার সাথে প্রশ্ন করল ঃ

—ঘড়িটা কোথায় পেলি?

—এটা আমার এক বন্ধু প্রেজেন্ট করেছে।

—বড় দামী উপহার। বন্ধুটি ছেলে না মেয়ে?

শেবার মনে হল ওর দম আটকে আসছে।

—বন্ধু বন্ধুই। সেকস্ বিচার করতে যেও না বুবু, ঠকবে। আমি এখন চলি। ফিরতে দেরী হলে যেন ভাবতে বস না।

লিপি বেরিয়ে যায় চটুল পায়ে। একরাশ চিন্তা পেয়ে বসে শেবার।

হোটেলে উজ্জ্বল আলোর নীচে সুবেশধারী সুদর্শন যুবক প্রেমিক রণি আহমেদের সামনে বসে লিপি নিজেকে বড় সুখী মনে করল। ওর মনে হতে

www.amarboi.org

লাগল, ভিখারীর ঘরে জন্মে সে রাজরাণী হতে চলেছে। হোটেল, সিনেমা, হিচ হাইকিং, প্লেজার ট্রিপ, নাচ ইত্যাদিতে রণি ওর জীবনটাকে যেন উড়ন্ত প্রজাপতির আনন্দে ভরে দিয়েছে। ভাবছে লিপি রণি ওকে অনেক দিয়েছে। বিনিময়ে কি সেও কিছু দেয়নি ? তা আর কতটা ? নীতির প্রশ্নে হয়ত সেটা-ই-সব।

আর ক'দিন পরেই তো সে বিজনেস ম্যাগনেটের একমাত্র পুত্র রণি আহমেদের বধু হতে চলেছে। যেভাবে হোক বিয়েটা হওয়া দরকার। কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে লিপি জানে না চোখের দৃষ্টি আর মুখের ভাষা সবসময়ই সত্যের প্রতিশ্রুতি বহন করে না। যখন সে জানতে পারে তখন ফেরার সব পথই রুদ্ধ হয়ে যায়।

এরপর লেখিকা দেখাচ্ছেন কামাল তাদের আড্ডায় মত্ত। এর মধ্যে ওর এক বন্ধু রতন বলল ঃ

—রণি শালার আজকাল পাত্তাই নাই। মক্কেলটা উধাও হলো কোথায় ?

—রণির পাত্তা শিগ্‌গিরই পাওয়া যাবে। লিপি চৌধুরীর মধু ফুরিয়ে এলো বলে। ছুড়ির চেহারা বড্ড ঝামটে গেছেরে। এসব কথাতে কামালের আত্মসম্মানে প্রচন্ড আঘাত লাগে। আপন অনুজের সম্বন্ধে এসব উক্তি তার সহ্য হয় না। কামাল আক্রমণ করে রতনকে। উত্তরে রতন বলে—আমি বলছি রণির মেয়ে মানুষের কথা। তাতে তোর এত লাগে কেন কামাল ?

—খবরদার রতন, ইতরের মত কথা বলবি না। কামাল গর্জে উঠে।

—বেশী রোয়াব দেখাস না কামাল। ইতর ? আমি ইতর আর তুই ভদ্দর লোক না ! খিস্তি তুই করিস না ? মেয়ে মানুষকে মেয়ে মানুষ, আর বেশ্যাকে বেশ্যা বলব না তো কি দেবী বলব ?

এই তো আমাদের তথাকথিত 'হাই সোসাইটির' স্বরূপ যা লেখিকা মাতাল রতনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।

এরপর কামাল পকেট থেকে রিভলভার বের করে রতনকে গুলিবিদ্ধ করে সেখান থেকে বেরিয়ে যায় লিপিকেও শেষ করার জন্যে। এদিকে লিপি বাড়ী ফিরে আসে বেশ রাতে। ক্লান্ত কালিমা চোখে-মুখে। ব্যর্থতার গ্লানি এড়াতে না পেরে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

আমাদের সমাজের পুরুষেরা অন্য মেয়েদের প্রতারণা করে তাদের সতীত্ব-সম্ভ্রম লুটে নেয়, অশালীন উক্তি করে তাদের সম্বন্ধে। কিন্তু তারা তাদের বোন

www.amarboi.org

বা আপনজনের উপর এ রকম হোক, এটা সহ্য করতে পারে না। কারণ সব মেয়েদেরকে তারা মা অথবা বোনের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শেখেনি। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাতাল, আড্ডাবাজ কামাল। নিজে চরিত্রহীন হয়েও সে তার অসৎকর্মের বন্ধুর মুখ থেকে নিজের বোন সম্পর্কে অশালীন উক্তি সহ্য করতে পারেনি।

এরপর আর একটি গল্পের উদাহরণ নিন। গল্পটির নাম 'নক্ষত্রের প্রপাত'। এ গল্পের লেখিকাও সমাজে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। গল্পের নায়িকা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, উচ্চ শিক্ষিতা। নাম উর্মিলা ডি'কষ্টা। তার মাতা দেহ ব্যবসায়ী। পিতা মাতাল। এই মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমে পড়ল এক সুদর্শন কৃতি ছাত্র কবিরের। সি, এস, এস, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করে কবির জানিয়ে দিল উর্মিলাকে—উর্মি ডি'কষ্টা কমলাবালা দাসীর মেয়ে।

উর্মি কাঁদল। অসহায় কান্নার মাঝেই তার বান্ধবীকে জানাল, ওরা স্বামী-স্ত্রীর মত থাকতে শুরু করেছিল কবিরেরই প্রস্তাবে। উর্মি বাধা দিতে পারেনি। উর্মিলা ডি'কষ্টা বুঝল সে মেয়ে নয়। শুধুই মেয়ে মানুষ।

এরপর চরম উচ্ছৃংখলতায় গা ভাসিয়ে দিল সে। এরপর সে নানান জায়গায় ঘুরে কিছুদিন এক নেভাল অসিসারের কেপ্‌ট হিসেবে ছিল। ভদ্রলোক বিবাহিত এবং দুই সন্তনের জনক সে কথা গোপন করে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উর্মিকে কেপ্‌ট হিসেবে রেখেছিল। বিয়ের ব্যাপারটা আইনগতভাবে বৈধ করে নিতে গড়িমসি করায় উর্মির সঙ্গে তার প্রচন্ড ঝগড়া বেধে যায়। ভদ্রলোক উর্মিকে মারধোর করে বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে বলেছিল—'ক্যাবারের ডেন্সার ব্যবসাদার মেয়েকে কেউ বিয়ে করে না। রক্ষিতা হিসেবে ছিল এই যথেষ্ট।' উর্মি এই ঘটনা তার বান্ধবীকে বলতে বলতে দু' চোখে ভয়ঙ্কর হিংস্রতা ফুটিয়ে বলেছিল—'পুরুষ জাতকে আমি কুকুরের মত ঘৃণা করি। আই মাষ্ট মেক্‌দেম অল স্পয়েল্‌ডফুল। আই মাষ্ট। আই মাষ্ট।'

একদিন উর্মিলার বান্ধবী তাকে বলল, 'আজকাল তুই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরিস না'?

উর্মি ফ্রিজ থেকে রামের বোতল খুলে গ্লাসে ঢেলে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর নিরাশক্ত কণ্ঠে বলল, "খুব একটা না। জানিস, রাতে পুরো দু'তিন বোতল না খেলে ঘুমাতে পারি না। তাই টাকার জন্য যা বেরোতে হয়।.....?"

www.amarboi.org

—এ্যালকোহলিক হয়ে যাচ্ছিস। মরবি তো।

ও বিচিত্র হাসি হাসল,—মরেছি তো অনেক বছর আগে। মরিনি ঠিক, মেরে ফেলা হয়েছে।

গ্লাস শেষ করে আবার ঢাললো, 'ওঃ রাজু আমি বিটার। বিটার। পুরুষ জাতটা আমাকে এত বিরক্ত করে দিয়েছে। ওদের হিংস্রতার কাছে আমার হিংস্রতা হার মেনেছে। আই হেট দেম অল'?

এরপর আত্মহত্যা করে উর্মিলা তার জীবনের অবসান ঘটায়।

এইতো আমাদের দেশের প্রগতিশীল নারী সমাজের দুর্দশা। কৃতিত্বের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ডিগ্রী নিয়ে, বিদেশ ঘুরে এসে, সমাজের উচ্চ মহলে যার উঠাবসা সেই মেয়ের জীবনের পরিণতি দেখুন। পুরুষ জাতটার কাছে কি পেল সে? সমাজের কাছেই বা কি পেল? অথচ তার জীবনের প্রথম প্রেমিক পুরুষ যার জন্যে সে এ পথে পা দিয়েছিল, সে সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হয়ে নিষ্কলুষ সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে সুখে কালাতিপাত করছে। তার গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগেনি এতে। কিন্তু উর্মিলা জীবনকে ভালবাসত। প্রথমবার প্রতারিত হয়ে সে দুঃখের সাগরে জীবনকে ভাসিয়ে দিতে চায়নি। সে চেয়েছিল জীবনকে উপভোগ করতে। দেখুন আমাদের সমাজের রূপ। বাস্তবেও এ ধরনের ঘটনা বিরল নয়। অথচ ইসলামের নৈতিকতার প্রশ্নে নারী পুরুষ সমান। এই ধরনের মেয়েদেরও সমাজের উচ্চ মহলের মুখোশ আঁটা গৃহবধুদের উপর কি তীব্র ঘৃণা লক্ষ্য করুন—

—"আমি উর্মিলা ডি'কষ্টা টাকার বদলে বন্ধুত্বের ফেরী করি এই তো? কিন্তু বলতে পারেন মিসেস্ জামান, যাদের অভিজাত পাড়ায় লোক দেখানোর মত বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, এমনকি সমাজের পরিচিত হবার জন্যে নিজের নামের শেষে জোড়া দেবার জন্য একটা স্বামীর নামও আছে, তারা যখন বাড়ীর পেছনের দরজা দিয়ে রাতে রোমিওদের বাড়ী ডেকে এনে রাত কাটায়, তাদেরকে আমি কি বলি জানেন?"

আসলে এটা সমাজের একটা উলঙ্গ অতি বাস্তব রূপ যা গল্প লেখিকা উর্মিলা ডি'কষ্টার মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

আর একটি ছোট গল্প নাম 'ভ্যালিয়াম'। গল্পের নায়িকা মিসেস নাজমা রহমান। সে একজন চাকরীজীবি মহিলা। স্বেচ্ছায় সে সখের চাকুরী গ্রহণ করেছিল—অভাবের জন্যে নয়। এখন সে সংসার এবং চাকুরী উভয় দিক রক্ষা করে চলতে অক্ষম। এই অক্ষমতা তাকে মানসিক রোগীর পর্যায়ে পৌঁছে

www.amarboi.org

দিয়েছে। ডাক্তারের কাছে সে এখন চিকিৎসা প্রার্থিনী। চিকিৎসকের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যেই শেষ হয়েছে গল্পটি।

ডাক্তার ঃ কিন্তু আপনি যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন এমন ধারণা হলো কেমন করে?

মিসেস রহমান ঃ 'আমি দিনের পর দিন এত খিটখিটে রুক্ষ হয়ে উঠেছি যে, আমার বাসাতে কোন চাকর-বাকর মাস খানেকের বেশী তিষ্টিতে পারে না। আমার ছেলেমেয়েরা ভয়ে আমার কাছে আসে না। আমার স্বামী সযত্নে আমাকে এড়িয়ে চলেন। ডাক্তার সাহেব, আপনি বলুন, একজন গৃহিনীর পক্ষে, একজন মায়ের পক্ষে, একজন স্ত্রীর পক্ষে এর চেয়ে লজ্জাকর আর কিছু হতে পারে কি? চিন্তা তো অনেক করেছি এবং আমার ধারণা, বাইরের কাজে যত বেশী ব্যাপৃত হয়ে পড়েছি সংসার থেকে ততবেশী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এই বিচ্ছিন্নতাবোধই আমাকে উগ্র থেকে উগ্রতর করে তুলেছে। অবশ্য অতিমাত্রায় ব্যস্ততাও আমার রুক্ষতার কারণ হতে পারে।

ডাক্তার ঃ কিন্তু বাইরের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন বলেই যে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এমন ধারণা আপনার হলো কেন? বর্তমান যুগে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে ছেলেমেয়ে সবাইকে অংশগ্রহণ করা উচিত, একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

মিসেস রহমান ঃ কেন করব না। দায়িত্ব সচেতন প্রতিটি নাগরিককে দেশের অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য। তবে নিজের দায়িত্বকে অবহেলা করে নয়। আপনি আমার সাথে একমত হতে পারবেন কি-না জানি না, তবে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, বিশ্ববিধাতা প্রতিটি মেয়ের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি গুণের সমাবেশ ঘটিয়ে সৃষ্টি করে থাকেন এবং সংসারের গন্ডিতেই সেগুলো পূর্ণতা লাভ করে থাকে। কিন্তু আমরা বাইরের জগতে পুরুষের সাথে ক্রমশ যেন সেসব গুণাবলী বিসর্জন দিতে চলেছি।

—মিসেস রহমান, সমস্ত বিশ্বটাই একটা সংসার এবং বর্তমান যুগে সংসারের সীমানা চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এ ধারণাটা কেন গ্রহণ করেন না?

এবার হেসে ফেলেন মিসেস নাজমা রহমান। বলেন, নিজের ছোট্ট সংসারটাকে যেখানে সুশৃংখলাবদ্ধ করে তুলতে পারছি না, সেখানে সমস্ত বিশ্ব সংসারটাকে সামলাবার শক্তি কোথায় পাবো ডাক্তার সাহেব?

www.amarboi.org

কিছুক্ষণ নিরবতার পর মিসেস নাজমা রহমানই মুখ খুললেন।

–আসলে কি জানেন, বাইরের কর্মক্ষেত্রে আমরা একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে থাকি। পুরুষদের সাথে সমকক্ষতা অর্জন করার জন্যে আমাদের বুদ্ধি, বিদ্যা, নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ব্যবহার করে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও শক্তিকে প্রায় নিঃশেষ করে ঘরে ফিরে যখন সংসারের বিশৃংখলতা বা সন্তানদের অবহেলিত চেহারাটা দেখি তখন নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। নিজের এই পবিত্র কর্তব্যকে অবহেলা করার জন্যে বড্ড অপরাধী মনে হয় নিজেকে। ওদিকে আমরাও তো মানুষ, মেশিন নই, তাই দু'কুল সামলাতে গিয়ে অশান্তিকেই বড় করে তুলি।.....

.....ভ্যালিয়ামকে বড় ভয় ছিল। আজ ভ্যালিয়ামই আমার একমাত্র ভরসা। আমি কি আর কোন দিনও সেই নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবন ফিরে পাব না ? স্নেহময়ী, মমতাময়ী, কল্যাণী মূর্তিতে সংসারে অধিষ্ঠিত হতে পারব না আর কোন দিনও ?

কান্নার আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে নাজমা রহমানের।

....."আজ দীর্ঘ বারো বছর পর চাকুরী ছাড়ার কথা যখন গভীরভাবে চিন্তা করি তখনই মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। চাকুরী আর ছাড়া হয় না।

আপনি বলুন ডাক্তার সাহেব, চাকুরী ছাড়লেও আগের সেই জীবনটা যদি ফিরে না পাই, তবে কি প্রয়োজন আছে এই চাকুরী, এই সম্মান, এই প্রতিপত্তি, যশ এবং ঐশ্বর্যকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়ার ?

এমন একদিন ছিল যখন স্বামীর ইচ্ছাই ছিল আমার ইচ্ছা, স্বামীর সুখই ছিল আমার সুখ, স্বামীর জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হতাম না। আজ সেই মন, সেই অনুভূতিই যখন হারিয়ে গেছে, তখন নিজেকে বঞ্চিত করেই বা কি লাভ ? একদিন সংসারের শ্রী বৃদ্ধির জন্যেই চাকুরী গ্রহণ করেছিলাম অথচ আজ চাকরীর জন্যে সংসারটাকে হারাতে বসেছি। তবু ফিরে যাবার উপায় নেই। এ সেই "মহামূল্য মণিহার যা পরতে গেলে লাগে, আবার ছিড়তে গেলেও বাজে।"

দেখলেন তো। চাকুরীজীবি মহিলার অবস্থা। শুধু গল্পের মিসেস রহমানই নন বরং আমাদের দেশের অধিকাংশ চাকুরজীবি মহিলারাই এরূপ বরং এর চাইতেও বেশী মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন। মানুষ মানুষই সে মেশিন নয়। সন্তান ধারণ, সন্তান পালন, সংসারের দায়িত্ব পালন করে বাইরে চাকুরীর

www.amarboi.org

দায়িত্ব পালন করা তার উপর জুলুম নয় কি ? অথচ বিধাতা প্রদত্ত এ সংসার এবং সন্তানের দায়িত্ব ইচ্ছায় হোক আর দায়ে পড়েই হোক তাকে পালন করতেই হয়।

এরপর আর একটি গল্পের উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করছি। গল্পের নাম "পরশ পাথর।" গল্পের নায়িকা পাপিয়া অপরূপ সুন্দরী ব্যারিষ্টার। নিজের সৌন্দর্য এবং প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন। জীবন সম্পর্কে সে গতানুগতিক ধারণা বাদ দিয়ে অন্য ধারণায় বিশ্বাসী।

সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মত একটা সুন্দর পরিকল্পনা ছিল তার। পাপিয়া জীবনটাকে শাড়ী আর হাড়ির মধ্যে আবদ্ধ করতে চায়নি। পাপিয়া চেয়েছিল অনেক বড় হতে। হয়েছেও তাই। তবু পাপিয়া আজ কেন ব্যর্থতার হাহাকারে ডুবে মরছে।

.....অনেকদিন পর এক বিয়ের আসরে পাপিয়ার এক বান্ধবীর সঙ্গে তার দেখা। বান্ধবীটির স্বামী প্রফেসর সামাদ একদিন ছিল তারই পাণি প্রার্থী। অথচ পাপিয়া তখন তাকে গর্বভরে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু আজ পাপিয়া ভাবছে–"ও কত সুখী আজ ! আর সে নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে।" পাপিয়ার বুক ঠেলে কান্না এল।

রফিক চৌধুরী নামে একটি ছেলের সাথে তার বিয়ের সব ঠিক। কিন্তু বিয়ের আগের মুহূর্তে অকারণে নিজেই সে বিয়ে নাকচ করে দিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পর যখন আবার দেখা হল তার সাথে, তখন রফিকের প্রতি একটা প্রবল টান অনুভব করল।

রফিক—সেই বিয়ে না করার গোঁ-টা সত্যিই জিইয়ে রেখেছ ?

পাপিয়া—উপযুক্ত কাউকে খুঁজে পেলে হয়তো গোঁ-টা জিইয়ে রাখতাম না।

কথাটা কানে যেতেই রফিক মুখের পাইপ চেপে ধরে অবাক হয়ে পাপিয়ার মুখের দিকে তাকাল।

রফিক ম্লান হেসে বললো "পরশ পাথর খুঁজে পেয়েও যারা হারিয়ে ফেলে তাদের জন্য করুণা হয়।".....

.....হো হো করে হেসে উঠে রফিক,—বিয়ে করার সময় পেলাম কোথায় ? কিন্তু এবার সময় করতে হবে—যদিও হাতে আর বেশী সময় নেই।

রফিকের কথা শুনে পাপিয়ার বুকটা যেন বিচিত্র অনুভূতিতে দুলে উঠলো। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—রফিক, আমি তোমার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছি,

www.amarboi.org

এ প্রদীপ আর নিভতে দেবো না। আমাকে এবার গ্রহণ কর রফিক.....আমি সত্যিই বড় ক্লান্ত, বড় অসহায়।

রফিকের কথা বলার ধরন সব আলাদা। সব অতুলনীয় কথার মধ্যে কোন ভয় নেই, জড়তা নেই, কুণ্ঠা নেই। একটু হাসল পাপিয়া, তোমাকে সেজন্যে এত রাতে ফোন করিনি। তোমার বিধবা খালাতো বোন কমলাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। ওর সাথে আমার আগামী মাসে বিয়ে.....। হ্যাঁ বিয়ের পর আমরা আবার লন্ডনে চলে যাব।

"প্রচন্ড একটা শক পেল পাপিয়া। মনে হতে লাগলো আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশে এক অত্যুজ্জল পিঙ্গল আভা ঝলসাচ্ছে, সেদিকে তাকানো অসম্ভব। দীর্ঘদিনের পরশ পাথর খুঁজে পেয়েও তা তুলে নেবার ক্ষমতা পাপিয়ার নেই।"

আজ আমাদের সমাজে অনেক মেয়েদের মাঝে এ ধরনের বিয়ে না করার প্রবণতা দেখা যায়। তাদের ধারণা সংসারের গন্ডির মধ্যে জীবনটাকে আবদ্ধ করার অর্থ জীবনকে ধ্বংস করা। কিন্তু এটা সত্য যে, প্রকৃতির নিয়মকে অগ্রাহ্য করে কেউ কখনো সুখী হতে পারে না। স্বাভাবিক চাহিদা, প্রয়োজন এগুলোকে অগ্রাহ্য করে কোন প্রতিভা কাজে লাগানো সম্ভব নয়। বাস্তবে এ ধরনের বহু মহিলার আমরা সাক্ষাত পাই। তাদের জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে হতাশা, অবসাদ আর গত জীবনের কৃতকর্মের অনুশোচনা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। অথচ তারা সহজ স্বাভাবিক পথে চললে সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারে। নিজেদের জীবন, সংসার, এগুলো আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারত।

www.amarboi.org

নারী মুক্তির সঠিক উপায়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্বে যাবতীয় জিনিস নিজস্ব গন্ডিতে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষ পথে আবর্তিত হচ্ছে এবং স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। পশু-পাখী, গাছ-পালা যার যার কাজ ঠিক মত করে যাচ্ছে। কেউ তার নির্দিষ্ট গন্ডি অতিক্রম করছে না। আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা। এ দুনিয়াতে সে আল্লাহর খলিফা। তাঁর দেয়া জীবন বিধানকে সে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করবে এবং এ পৃথিবীকে সেই নিয়মনীতি অনুসারে চালাবে। এই ছিল মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মানুষকে ন্যায় অথবা অন্যায় এ দু'টো পথের যে কোন একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এই সাথে তাকে দেয়া হয়েছে নৈতিক জ্ঞান। ইচ্ছা করলে সুপথ অথবা বিপথ যে কোনটা সে বেছে নিতে পারে। দুনিয়ার সবকিছুই আল্লাহর ফরমাবরদারী করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—হাতের কাজ কোন কিছু ধরা, পায়ের কাজ হাটা, চোখের কাজ দেখা, মুখের কাজ কথা বলা ইত্যাদি। এদের কেউই নিজের কাজ ছাড়া অন্য কিছু করছে না। শত চেষ্টা করলেও চোখের দ্বারা কথা বলাতে পারবেন না, তেমনি হাতকে পারবেন না হাটতে বাধ্য করতে। এই যখন অবস্থা তখন এসব মিলিয়ে যে মানুষ সেও আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে চলবে এটাই কি বিজ্ঞান সম্মত নয়? কিন্তু বাস্তবে আমরা এর বিপরীত অবস্থা দেখতে পাই।

প্রকৃতি অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষকেও নারী-পুরুষ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে এবং তাদের উপর স্ব-স্ব দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এদের উভয়ের প্রকৃতি, আচার সব ভিন্ন ধরনের। দৈহিক গঠনের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন একজন নারীর পক্ষে গর্ভধারণ সম্ভব, কিন্তু সমগ্র দুনিয়ার মানুষ চেষ্টা করলেও পারবে কি একটি পুরুষের একটি সন্তান ধারণ করাতে? আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্ট জীবকে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। কারণ, এ বৈচিত্রময় বিশ্বের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন মিটানোর জন্যে একই ধরনের কাজ যথেষ্ট নয়। কাজেই সর্বজ্ঞানী বিশ্ব নিয়ন্তা যেটা যে প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন তাকে তদুপযোগী দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাও দান করেছেন। এ দৈহিক ও মানসিক

www.amarboi.org

তারতম্যের ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই তাদের জীবন ও জীবিকার পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর ভিতর ও বাইরে থেকে সেইভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে যা তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তৃণভোজী জীবের দাঁত অন্যান্য প্রাণীর দাঁতের চাইতে ভিন্নতর—এগুলো লতা গুল্ম ইত্যাদি খাওয়ার জন্যে উপযুক্ত। আবার যেসব জন্তু মাংসাশী তাদের দাঁত, নখ এসব খাওয়ার উপযোগী। তাদের পরিপাক যন্ত্রের শক্তিও ঠিক এগুলো হজম করার মত। আবার মানুষের পাকস্থলী এর থেকে ভিন্নতর। এসব থেকে আমাদের কাছে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, যেখানে যতটুকু প্রয়োজন প্রকৃতি সেখানে ঠিক ততটুকু দান করেছে। যদি কোন বিশেষ শ্রেণী তার স্বীয় দায়িত্ব পালন না করে অনধিকার চর্চা শুরু করে তখনই বিপর্যয় দেখা দেয়। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

—"(বল) আমাদের প্রভুই তো প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করে যার যার পথ নির্দেশ করেছেন।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

—"নিশ্চিয়ই আমি প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।"

পাশ্চাত্য দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত। যে ইউরোপ এবং আমেরিকা গোটা দুনিয়াকে শিক্ষার পথ দেখাচ্ছে তারা আজ মর্মান্তিক দুর্দশায় হাবুডুবু খাচ্ছে। বাইরে তারা যতই আড়ম্বর দেখাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে শান্তি থেকে তারা অনেক দূরে সরে যাচ্ছে।

পিছনের অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি যে, যেখানেই নারীরা তাদের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে বাইরে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে সেখানেই দেখা দিয়েছে চরম অশান্তি। ইসলাম সমাজ ও তামদ্দুনের জন্যে একটা ভারসাম্যমূলক জীবনাদর্শ দিয়েছে। যেখানে এই ভারসাম্যতার অভাব দেখা দিয়েছে সেখানেই দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। আমাদের দেশের তথাকথিত নারীমুক্তির হোতারা 'নারী সমস্যা-নারী সমস্যা' জিগির তুলে বাস্তবেই একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, যে সমস্ত নারী মুক্তিকামীরা (?) নারীকে বাইরের জগতে টেনে আনছে, তারা নারীদেরকে তাদের প্রকৃতির স্তন্যদান, সন্তান পালন ইত্যাদির মত কঠিন দায়িত্ব পালন করার পরও যদি তাকে জীবিকার্জনের চেষ্টায় পুরুষের পাশে

www.amarboi.org

এসে দাঁড়াতে হয়, তবে সেটা নারীমুক্তি না নারী নির্যাতন ? পাশ্চাত্য মনীষীদের মতে 'নারীকে নারীই থাকতে হবে'। যদি তারা তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন তারা আর নারী থাকবে না। অথচ নিজেদের দৈহিক দিকও তারা বাদ দিতে পারে না। ফলে তারা না নারী না পুরুষ একটা তৃতীয় শ্রেণীর আজব জীবে পরিণত হয়।

নারীরা পুরুষের মুখাপেক্ষী এটা একটা নেহায়েত বাজে ধারণা। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা যেমন পুরুষের মুখাপেক্ষী তেমনি অনেক ক্ষেত্রে পুরুষও নারীর উপর নির্ভরশীল। একটা পুরুষ সারাদিন বাইরে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কার জন্যে ? তার স্ত্রী-পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে নয় কি ? অনুরূপভাবে স্ত্রীও সংসারটাকে সুন্দর সুচারু রূপে গুছিয়ে রাখে কর্মক্লান্ত স্বামীকে একটু শান্তি দেয়ার জন্যে। সেবায় যত্নে ভরিয়ে তোলে সে। সে মমতাময়ী, স্নেহময়ী, গৃহলক্ষী, গৃহের রাণী। মোটকথা, প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী এরা একে অপরের পরিপূরক।

এখন পর্যালোচনা করে দেখা যাক নারীকে আল্লাহ পাক কোন্ বিশেষ দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সে কতটুকু স্বাধীনতা লাভের উপযোগী।

নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা নারী জাতিকে মা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মাতৃত্বের তথা মানব সমাজের সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের পরম গুরুদায়িত্ব এই নারী জাতির উপর ন্যস্ত। আবহমান কাল থেকে ইচ্ছা করেই হোক আর নেহায়েত দায়ে পড়েই হোক, কমবেশী তারা এ দায়িত্ব পালন করে আসছে। মূলত এটাই তাদের কর্তব্য। আল্লাহ পাক তাদের এই গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মানবিক যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে পুরুষকে তিনি এসব থেকে স্বভাবতই বঞ্চিত রেখেছেন। যার ফলে এসব গুরু দায়িত্ব পালন পুরুষের শক্তির বহির্ভূত কাজ। পুরুষকে আবার কতক বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যে যথোপযোগী দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা দান করেছেন। নারীরা সেসব থেকে বঞ্চিত। তাই পুরুষের কঠোর কাজগুলো সম্পাদন করা নারীর পক্ষেও অসম্ভব। নারী জাতির বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে এবার পর্যলোচনা করে দেখা যাক।

যেহেতু মানব জাতির সংরক্ষণ ও প্রতিপালন তথা মানবজাতি সম্প্রসারণের পুরো দায়িত্ব মেয়েদের, সেহেতু মাতৃত্বেই তাদের পূর্ণ বিকাশ। এ দায়িত্বকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে।

www.amarboi.org

গর্ভ—

এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নারীকে তার সন্তান গর্ভে ধারণ করতে হয়। সাধারণত নয় মাস এভাবে সন্তান গর্ভে থাকে। এটা মেয়েদের জন্যে এক কঠিন দুর্বলতম মুহূর্ত। ঘর-কন্যার সাধারণ কাজকর্ম করাও তখন তার পক্ষে অসম্ভব। এই সময়কার প্রতিটি কাজকর্মের এবং চিন্তাধারার প্রভাব গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

প্রসব—

এ সময়টা নারীদের জন্যে এক মহাসংকটপূর্ণ মুহূর্ত। এ সময় তারা জীবন মৃত্যুর অতি নিকটে চলে আসে। যদিওবা এ সংকট কাটিয়ে উঠে তবুও এ সময়ের সামান্য অসতর্কতা বা অবহেলা ভবিষ্যৎ জীবনে চরম বিপর্যয় এবং মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে।

স্তন্যদান—

এ স্তরটি শিশুর মায়ের চাইতে শিশুর পক্ষে অধিকতর মারাত্মক। এ সময় মায়ের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। আহার-বিহারে যথেষ্ট যত্নবান হতে হয় মাকে এ সময়। ক্ষতিকর খাবার যদি মা এ সময় গ্রহণ করে, তবে সেই মায়ের দুধ পানে সন্তানের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। মোটকথা, এ সময় মায়ের আহার-বিহার, শয়ন, মানসিক অবস্থা প্রভৃতি সন্তানের দৈহিক সৌষ্ঠব ও মানসিক উৎকর্ষের জন্যে দায়ী।

প্রতিপালন—

মানব জীবনের এ অধ্যায়টি আগের সমস্ত অধ্যায়ের চাইতে বেশী গুরত্বের দাবীদার। ছোট শিশু সুন্দর একটি সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত নির্মল, নিষ্কলুষ। যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত। এ সময়ে সে যে কোন ছাপ, প্রতিচ্ছবি গ্রহণের জন্যে সদা উন্মুখ থাকে। এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যে ধরনের ছবি তার উপর বিম্বিত হবে তা আজীবন সেখানে অংকিত থাকবে। এই মাহার্ঘ্য মুহূর্তে সে যদি সুশিক্ষিতা, নৈতিক জ্ঞান সম্পন্না স্নেহময়ী জননীর কাছে প্রতিপালিত হয়, তবে তার মনের সেই স্বচ্ছ কালিমামুক্ত দর্পণে সুন্দর সুন্দর গুণরাজিই প্রতিভাত হতে থাকবে। পক্ষান্তরে সে যদি খারাপ চরিত্রের কোন চাকর কিংবা আয়া অথবা নৈতিকতা বিবর্জিত কোন মানুষের সাহচর্যে প্রতিপালিত হতে থাকে, তবে তার মনের মুকুরে সেগুলোই প্রতিভাত হবে, যার ফলে সেই শিশুর ভবিষ্যৎ দুর্বিসহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হতে বাধ্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় জাতীয় উন্নতির মূল রহস্য

www.amarboi.org

তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের এ সময়কার শিক্ষা-দীক্ষা। আর তা সর্বোতভাবেই মাতৃজাতির হাতে ন্যস্ত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলো কঠিন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পরও কি করে তাদের পক্ষে সম্ভব বাইরের হাজারো ঝামেলা বরদাশত করা?

এ আলোচনা থেকে একটা জিনিস আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, একটা মেয়ে শিশু বেড়ে উঠার সাথে সাথে তার শারীরিক এবং মানসিক যত পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হয় তা সবই তাকে মাতৃত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাকে প্রস্তুত করে মা হওয়ার জন্যে।

আল্লাহ পাক নর এবং নারীর কর্মক্ষেত্র পৃথক করেছেন—এটা শুধু নারীর মা হওয়ার কারণেই নয়। পুরুষ-নারীর দৈহিক শক্তির পার্থক্য বিদ্যমান। পুরুষ নারীর চাইতে অনেক বেশী দৈহিক শক্তির অধিকারী। আল্লাহ পাক তাকে বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করার জন্যে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছেন। অপর দিকে নারী কোমল দেহী। এদিক থেকে তাকে প্রায় শিশুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। এছাড়া এদের অনুভূতিও শিশুর মত। এরা বেশী উচ্ছ্বাস প্রবণ। যে কোন প্রভাব অতি সহজেই এদের ভিতর প্রভাবিত হয়। শিশুরা যেমন কোন দুঃখের ব্যাপার ঘটলে সাথে সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, আবার কোন খুশীর খবরে অতিমাত্রায় উচ্ছল হয়ে উঠে—নারীরাও তেমনই। তারা পুরুষের তুলনায় বেশী ভাবপ্রবণ এবং দুর্বলমনা। এসব ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞানও হার মেনে যায়। যার ফলে কোন বিপদ-আপদে তারা দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয় না।

এছাড়া মেধাগত দিক থেকেও নারীরা পুরুষের চাইতে অনেক দুর্বল। পুরুষের মগজ নারীর মগজ থেকে সাধারণত এক ড্রাম বেশী। এছাড়া মেয়েদের মগজের গিরা বা প্যাঁচ খুবই কম এবং আবরণ ব্যবস্থাও অসম্পূর্ণ। মানুষের বোধশক্তির প্রধান কেন্দ্রই হচ্ছে মগজ এবং তার যৌগিক উপাদান।

উপরের আলোচনা থেকে একথাই প্রতীয়মান হবে যে, নারীদের দৈহিক এবং মানসিক গঠন গৃহাভ্যন্তরে থাকারই বেশী উপযোগী। কুরআন শরীফে নারীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা তোমাদের স্ব-স্ব গৃহে শান্তির সাথে অবস্থান কর।' এ ঘোষণা নেহায়েত এমনিতেই করা হয়নি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এর সত্যতা প্রমাণ করেছে। মানব সমাজকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে তাদের বৃহত্তর মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখেই এ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার ফলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হতে

www.amarboi.org

পারে। মানসিক বৈকল্য প্রায় সময় (বরং অধিকাংশ সময়) পরিলক্ষিত হয়। এতে নারীর কমনীয়তা হ্রাস পায় ইত্যাদি আরো অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে ছেলে বা মেয়ে যার কাছ থেকে যতটুকু কাজ পাওয়া সম্ভব তা আশা করা যায় না।

একথা সত্য যে, পুরষ নারীকে পৃথক কর্মক্ষেত্রে আটকে রাখেনি বরং প্রকৃতিগত দায়িত্বই তাকে বাধ্য করেছে বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করতে। প্রকৃতি যে প্রয়োজনে তাকে সৃষ্টি করেছে তা তাকে পূরণ করতেই হবে। যেখানেই প্রকৃতির এ নিয়মকে লংঘন করা হয়েছে সেখানেই দেখা দিয়েছে চরম বিপর্যয় ও ভাঙ্গন। আধুনিক পাশ্চাত্য দেশসমূহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশগুলোর অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় পারিবারিক জীবন থেকে তারা একেবারে বিচ্ছিন্ন। পারিবারিক সুখ-শান্তি থেকেও তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। আজ তারা পারিবারিক জীবনে ফিরে আসার জন্যে হাহাকার করছে। নারীরা এখন ওখানের পুরুষের কাছে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী। সেখানে অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অবৈধ সন্তানের কথা না হয় বাদই দিলাম। এগুলো শুধুমাত্র প্রকৃতিগত আইনের বিরোধিতার ফল।

ইসলাম মানুষের জন্যে একটি ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা দান করেছে। সব ব্যাপারেই ইসলাম মধ্যম পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতি। মানব জাতির প্রকাশ্য, গোপনীয় সবদিকে দৃষ্টি রেখেই ইসলাম মানুষের জন্যে জীবন ব্যবস্থা দান করেছে। ইসলাম লক্ষ্য রাখছে, মানব সৃষ্টির পিছনে যে উদ্দেশ্য আছে কোন অবস্থাতেই যেন সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এরূপ ন্যায়নীতিপূর্ণ ভারসাম্য এবং চরম বিজ্ঞানসম্মত পন্থা ও বিধান দুনিয়াতে আর কোন জীবন ব্যবস্থাতেই নেই। কারণ এরূপ ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থা তো তিনিই দিতে পারেন যিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তির অধিকারী এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকেবহাল। এদিকে লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

–"আপনি বলুন, হে আল্লাহ ! আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তোমার বান্দারা নিজেদের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত ছিল, তুমি সে সবের ফায়সালা করে দাও।"

ইসলামে নারীর অধিকার বা মর্যাদা

ইসলাম নারীকে ব্যাপক অধিকার দান করেছে। তাকে সে উচ্চমর্যাদা এবং সম্মান দান করেছে এবং এই সকল অধিকার রক্ষার জন্যে যে নৈতিক এবং

www.amarboi.org

আইনগত বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, পৃথিবীর প্রাচীন এবং আধুনিক কোন সমাজ ব্যবস্থাতেই এ রকম খুঁজে পাওয়া যায় না। নর-নারীর দৈহিক এবং মানসিক পার্থক্যকে সামনে রেখেই ইসলাম নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে। পুরুষকে যেমন সংসারের কর্তৃত্ব ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তেমনি সে যেন ক্ষমতার অপব্যবহার না করে এবং নারীর সঙ্গে দাসীর মত ব্যবহার না করে তারও বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা মতে ঃ

—"আল্লাহ তাআলা তাদের কতকের উপর কতককে মর্যাদা দান করেছেন।"

আরও বলেছেন ঃ

—"তাদের (নারীদের) উপর পুরুষের কিছু মর্যাদা আছে।"

ইসলাম নারীকে সবরকমের সুযোগ-সুবিধা দান করেছে, যেন এই নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থেকেও তার প্রতিভার পরিস্ফুটন ঘটাতে পারে এবং সমাজ গঠনে অংশ নিতে পারে। নারীরা নারী হিসেবেই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে—এ ব্যাপারে পুরুষ সাজার কোন প্রয়োজন তার নেই।

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আইনই নারীকে অর্থনৈতিক অধিকার দেয়নি। সে সমস্ত সমাজে নারীদের দাসত্বের প্রধান কারণই হচ্ছে অর্থনৈতিক দুর্গতি। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহ এসব দুর্গতি থেকে নারীকে মুক্তি দিতে যেয়ে তাদেরকে উপার্জনে বাধ্য করল, সমাজ ও সংসারের চরম অমঙ্গল ও অশান্তি ডেকে আনল। ইসলাম সবসময়ই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। এই জীবন ব্যবস্থায় নারী পিতা, স্বামী, সন্তান ও অন্যান্যদের নিকট থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে মোহর লাভ করে। এই সমস্ত সম্পত্তি খুশীমত খরচ করার পূর্ণ অধিকার তার আছে। ইচ্ছা করলে এ অর্থ মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে যে মুনাফা লাভ করবে তাতেও তার পূর্ণ অধিকার। এছাড়া স্ত্রীর ভরণ পোষণের পূর্ণ দায়িত্ব তার স্বামীর। এভাবে ইসলাম আর্থিক দিক থেকে নারীকে সুদৃঢ় করেছে।

মায়ের মর্যাদা

ইসলাম নারীকে বিপুল মর্যাদায় ভূষিত করেছে। অন্য কোন আইন বা ধর্মই তা দিতে পারেনি। ইসলাম ঘোষণা করে যে, মায়ের পায়ের তলে

www.amarboi.org

বেহেশ্‌ত। হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই একথা বলেছেন যে আল্লাহ ও রাসূলের পরে সবচেয়ে অধিক সম্মান, মর্যাদা ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য মাতা।

"এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল, 'আমার নিকট থেকে সদ্ব্যবহার পাবার সবচেয়ে বেশী অধিকার কার।' রাসূল (সা) বললেন, 'তোমার মাতার'। 'তারপর কার ?' তিনি বললেন, 'তোমার মাতার'। সে বলল, 'তারপর কার ?' রাসূল (সা) বললেন, 'তোমার পিতার'।—বুখারী

"মাতার অবাধ্যতা ও অধিকার হরণ আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য হারাম করে দিয়েছেন।"—বুখারী

এভাবে ইসলাম শুধুমাত্র নারীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিতই করেনি বরং মা হিসেবে তাকে এক মহান সম্মানে সম্মানিত করেছে। পিতা সংসারের অধিশ্বর হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের নিকট মাতার সম্মান অনেক উর্ধ্বে। সন্তানের জন্যে মাতাকে যে সুদীর্ঘ কষ্ট সহ্য করতে হয় ইসলাম সে সম্পর্কে সজাগ সচেতন।

স্ত্রীর মর্যাদা

ইসলামপূর্ব যুগে স্ত্রীদেরকে সেবাদাসী হিসেবে গণ্য করা হতো। মানুষ হিসেবে তারা কোন মর্যাদার অধিকারী ছিল না। অর্থনৈতিক দিক থেকেও তারা ছিল বঞ্চিত। স্বামী বা পিতার কোন সম্পদের উত্তরাধিকারী তারা ছিল না। স্বাধীনভাবে স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার তাদের দেয়া হতো না। স্বামীর শত অত্যাচার-অনাচার, হাজারো নিপীড়ন তাদেরকে মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে হতো। এরূপ নানাবিধ জুলুম-নির্যাতনে নারী সমাজ ছিল জর্জরিত। ইসলাম নারীকে এ সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন ইত্যাদি থেকে পুরোপুরি মুক্ত করে। শুধু আইনগত দিক থেকেই নয়, নৈতিক সংশোধনের মাধ্যমে এগুলোকে সমূলে নির্মূল করে নারীদেরকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে একমাত্র ইসলাম।

কুরআন বলে ঃ

—"নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।"

—"পারস্পরিক সম্পর্কে দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল হতে ভুলে যেয়ো না।"

—"তোমাদের মধ্যে তারাই উৎকৃষ্ট ব্যক্তি যারা তাদের স্ত্রীর নিকট উৎকৃষ্ট এবং আপন পরিবার পরিজনের প্রতি স্নেহশীল।"

এখন পর্যন্ত অনেক ধর্মে বিধবা বিবাহ অবৈধ। সেখানে বিভিন্ন বিধি-নিষেধের নামে বিধবাদের উপর চালানো হয় চরম নির্যাতন। কিন্তু তাদের রক্ষা

www.amarboi.org

করার মত নৈতিক শিক্ষা সেখানে নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম কোন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীকে দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু সেখানে যৌন লাম্পট্যের কোন প্রশ্রয় দেয়া হয় নাই। আইন প্রয়োগ এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সে পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) ঘোষণা করেছেন যে, "নারীর উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, পুরুষের উপরও তেমনি নারীর অধিকার আছে।"

—"নারীর যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তেমনি তার অধিকারও আছে।"

—আল কুরআন

"দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হলো ভাল স্ত্রী।"

—আল হাদীস

তিনি আরও বলেন ঃ পৃথিবীর বস্তুসমূহের মধ্যে নারী ও সুগন্ধি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং নামায আমার চক্ষু শীতলকারী।

—"পৃথিবীর নেয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট স্ত্রী হতে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই।"

নারীদের উপর হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর স্নেহ এবং মমতা ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক। নারীদের উপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার যেন না হয় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তজ্জন্য সে সময়ে নিজ নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে পুরুষেরাও খুব ভীতসন্ত্রস্ত থাকত—না জানি কখন কোন অন্যায় হুজুর পাকের কর্ণগোচর হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) বলেছেন, 'যতদিন নবী করীম (সা) জীবিত ছিলেন, আমরা আমাদের স্ত্রীদের বিষয়ে বড় সাবধান হয়ে চলতাম, যেন আমাদের জন্যে হঠাৎ কোন শাস্তিমূলক আদেশ অবতীর্ণ না হয়। নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর আমরা তাদের সাথে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে লাগলাম।"—বুখারী। ইবনে মাজার এক বর্ণনায় জানা যায় যে, 'নবী করীম (সা) স্ত্রীদের উপর হাত উঠাতে নিষেধ করেছেন। একবার হযরত ওমর (রা) অভিযোগ করলেন যে, নারীরা বড় উদ্ধত হয়ে পড়েছে। তাদেরকে অনুগত করার জন্যে প্রহার করার অনুমতি দেয়া উচিত। নবী করীম (সা) অনুমতি দিলেন। মানুষ যেন কতদিন থেকে প্রস্তুত হয়েছিল। অনুমতি পাওয়ার পর সেই দিনই সত্তরজন স্ত্রীলোক স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হল। পরদিন নবী করীম (সা)-এর গৃহে অভিযোগকারীণীদের ভিড় জমল। নবী করীম (সা) লোকদেরকে সমবেত করে বললেন ঃ

www.amarboi.org

—"আহ সত্তরজন নারী মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবার-পরিজনকে ঘিরে ধরেছে। তাদের প্রত্যেকে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। যারা এ ধরনের কাজ করেছে, তারা তোমাদের মধ্যে ভাল লোক নয়।"

এভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন নারীর অধিকার রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। আর সে সবের বাস্তব রূপায়নও আমরা দেখতে পাই তৎকালীন সমাজে। আজ যারা স্বাধীনতার জিগির তুলছেন তারা নিজেরা কি এতটুকু নারী অধিকার সংরক্ষণে সচেষ্ট হচ্ছেন? ইসলামের চেয়ে বেশী নারী অধিকার পৃথিবীতে আর কেউ দিতে পারেনি।

কন্যার মর্যাদা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, পূর্বে পৃথিবীতে নারী লাঞ্ছনা, লজ্জা ও পাপের প্রতিমূর্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। তখন কন্যার জন্মগ্রহণ পিতা-মাতার জন্যে বিরাট অপরাধ ও লজ্জার বিষয় ছিল। এমনকি এই লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার জন্যে কন্যা হত্যার প্রচলন ছিল। এ সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

—"যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান প্রসব হওয়ার সংবাদ দেয়া হতো তখন তাদের মুখমন্ডল মলিন হয়ে যেত। যেন সে হলাহল পান করল। এই সংবাদে সে এমন লজ্জিত হতো যে, তার জন্যে মুখ দেখাতে পারত না। সে এরূপ চিন্তা করত, 'লাঞ্ছনা সহকারে কন্যাকে গ্রহণ করব না, তাকে মাটিতে প্রোথিত করব'।"

হযরত মুহাম্মাদ (সা) নারীকে লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা হতে মুক্ত করে তাদেরকে সঠিক মান-মর্যাদায় সমাসীন করেছেন। তিনি পিতাকে বলেছেন যে, কন্যা তার জন্য লজ্জাকর নয় বরং তার প্রতিপালন ও হক আদায় করার দ্বারা তার বেহেশ্‌ত লাভ হতে পারে।

—"যদি কোন ব্যক্তি তার দু'টি কন্যাকে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, তাহলে সে এবং আমি কেয়ামতে এমনভাবে আগমন করব যেমন আমার দু'টি আংগুল একত্র আছে।"

—"যদি কারো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তাদের প্রতিপালন করে, তাহলে তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে।"

ইসলামের এটা একটা বিরাট অবদান। কন্যা সন্তানের জন্ম যে একটা দুর্ঘটনা, একটা অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার, তাদের মন-মগজ থেকে এই হীন চিন্তাকে

www.amarboi.org

নির্মূল করে দিয়েছে। উপরন্তু ইসলাম এই শিক্ষা দিয়েছে যে, কন্যা সন্তানের লালন-পালন করা, তাদেরকে উত্তম শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদেরকে ঘর কন্যা ও পরিবার পরিচালনার যোগ্য বানিয়ে দেয়া অতি বড় সওয়াবের কাজ। নবী করীম (সা) কন্যা সন্তান প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের মনোভাবকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

—"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা কিংবা ভগ্নীদের লালন-পালন করবে, তাদেরকে উত্তম চাল-চলন শিক্ষা দেবে এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবে—এর ফলে তারা অতপর আর তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকবে না, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে দিবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল, যদি কেউ দুইজনকে এরূপ করে ? রাসূল (সা) বলেন, দুইজনকে করলেও তাই হবে। হাদীসটির বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস বলেন, লোকটি যদি জিজ্ঞেস করত, আর একজনের করলে কি হবে, তাহলেও নবী করীম (সা) অনুরূপ উত্তরই দিতেন।"

(শরহে সুন্নাহ)

—"যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, সে যদি তাকে জীবন্ত প্রোথিত না করে, তাকে অপমান লাঞ্ছিত না করে এবং পুত্র সন্তানদের প্রতি তার তুলনায় অধিক গুরুত্ব না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।" (আবু দাউদ)

—"যার তিনটি কন্যা সন্তান থাকবে, সে যদি সে জন্যে ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজের সামর্থানুযায়ী তাদের ভাল পোশাক পরতে দেয়, তবে তারা তার জাহান্নাম হতে মুক্তির কারণ হবে।"

—"যে মুসলমান ব্যক্তির দু'টি কন্যা থাকবে সে যদি তাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, তবে তারা তাকে জান্নাতে দাখিল করবে।"

—"নবী করীম (সা) সুরাকা ইবনে জুসামকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি বড় ভাল কাজ কিংবা বড় ভাল কাজের মধ্যে একটির কথা বলে দিব ? যে কন্যা (তালাক পেয়ে কিংবা বিধবা হয়ে) তোমার নিকট ফিরে এসেছে এবং তার জন্যে উপার্জন করার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই তার জন্যে সুব্যবস্থা করা অতি ভাল কাজ।"

শিক্ষার ব্যাপারে নারীর অধিকার

দ্বীনি বা পার্থিব শিক্ষালাভ করার জন্যে ইসলাম নারীকে শুধু অনুমতিই দেয় নাই বরং এটা ফরয করেছে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

—"জ্ঞানার্জন নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যে ফরয।"

www.amarboi.org

নবী করীম (সা)-এর নিকট পুরুষগণ যেমন বিভিন্ন বিষয় শিক্ষালাভ করত, নারীদের জন্যেও সেরূপ ব্যবস্থা ছিল। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা) শুধু নারীদেরই শিক্ষয়িত্রী ছিলেন না তিনি পুরুষদেরও শিক্ষা দিতেন। অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী তার কাছে হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি শিক্ষা করতে আসতেন।

দাসীদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে নবী করীম (সা) আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

—"যার নিকট কোন দাসী আছে এবং সে তাকে ভালভাবে বিদ্যা শিক্ষা দান করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, অতপর তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করে তার জন্যে দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।" (বুখারী)

এভাবে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম নারীকে যে বিপুল মর্যাদা ও সম্মান দান করেছে অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা তা দিতে পারেনি। একজন মুসলিম নারী পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় দিকেই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। এখানে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, তারা নারীর স্বাধীনতার নামে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে পুরুষ বানিয়ে তারপর অধিকার দিয়েছে। নারী হিসেবে দেয়নি। নারীর প্রকৃতিকে তারা অস্বীকার করেছে। নারী তাদের কাছে প্রকৃত মর্যাদা পায় না। জাহেলী যুগের মতো আজও তারা পুরুষের কাছে হেয়, ভোগের সামগ্রী। আমাদের সমাজের দিকে তাকালে আজ আমরা দেখতে পাই যে, নারীরা পুরুষের পোশাক পরে পুরুষের মতো কাজ করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করে। কিন্তু কোন পুরুষ কি সন্তান প্রতিপালন, গৃহকর্ম ইত্যাদিতে গর্ববোধ করেন ? তাছাড়া গর্ভধারণ, সন্তান পালন এগুলো হাজার চেষ্টা করলেও পুরুষের কাঁধে চাপানো যাবে না। এটা মেয়েদের উপর ন্যস্ত প্রাকৃতিক দায়িত্ব।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নারীকে নারী হিসেবে মর্যাদা দান করেছে। পুরুষ যেমন পুরুষ থেকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে, একজন নারীও ঠিক তেমনি পারে চরম উন্নতি লাভ করতে। সে নারী, এটা তার জন্যে প্রতিবন্ধক নয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহ নারীকে বহু স্বাধীনতা দিয়েছে কিন্তু নারী হিসেবে দেয় নাই। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী এবং পুরুষ উভয়ই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। যে যার কর্মক্ষেত্রে থেকে তার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করুক। নারী গৃহের রাণী, সে স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মাতা। এটা কি তার কম মর্যাদা ?

www.amarboi.org

উপসংহার

ইসলামের দেয়া নারীর মর্যাদা ও অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং তা সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলনকেই আমরা মুক্তি আন্দোলন নামে অভিহিত করতে পারি। এ জাতীয় সুসংহত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আদর্শবাদী নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

❑ এ প্রসঙ্গে অধিকার সচেতন নারী সমাজের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বাস্তবমুখী পরামর্শ রেখেই এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা শেষ করতে চাই। এ পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত যে মর্যাদা, যে অধিকারের কথা আলোচনা করলাম এগুলো প্রতিষ্ঠা করা এবং সংরক্ষণ করার মধ্যেই রয়েছে নারী সমাজের প্রকৃত মুক্তি, সত্যিকারের কল্যাণ। এ অধিকার আদায় করতে হলে, এসব মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারী-পুরুষ উভয়কে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল হতে হবে। কারণ এর যথার্থ বাস্তবায়ন নারী-পুরুষ উভয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। আর এর উপরে নির্ভরশীল নারী-পুরুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মানব সমাজেরও সার্বিক কল্যাণ। পরম পরিতাপের বিষয়, আমাদের যেসব মা-বোনেরা নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, অথবা এর যথার্থতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করেন ; এদের প্রতি আমার অনুরোধ মন-মগজের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণা পরিহার করে খোলা মনে কুরআন এবং সুন্নাহর দেয়া অধিকার ও মর্যাদাকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করুন এবং সত্যিকারের বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখুন। তথাকথিত প্রগতিবাদীদের সমাজে চাকচিক্যে সমাহিত না হয়ে তাদের মর্মান্তিক পরিণতি বুঝবার জন্যে গভীরে প্রবেশ করুন। তাহলে ইসলামী বিধানের প্রতি আপনার হৃদয়-মনের প্রত্যয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে।

❑ বর্তমানে যেসব সংস্থা ও সমিতি নারী মুক্তির নামে কাজ করছে বা প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, সেসব সংস্থা-সমিতি সমাজের শতকরা আটানব্বই ভাগ নারী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। এদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ব্যবধানের এক গগণচুম্বী প্রাচীর। বাংলার মুসলিম সমাজের তথা ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে তথাকথিত প্রগতিপন্থী নেতৃস্থানীয়া মহিলাদের কোন সম্পর্ক ও সংহতি না থাকাও পার্থক্যের অন্যতম প্রধান কারণ। সুতরাং এই পার্থক্য দূর করতে হলে শিক্ষিতা নারী সমাজকে তাদের চিন্তাধারায়, চালচলনে এবং

www.amarboi.org

আচার-ব্যবহারে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে হবে। যাতে করে মুসলিম ঐতিহ্যের ধারক বাহক গ্রাম বাংলার মা বোনেরা শহুরে মেয়েদের সাথে একাত্ম হতে সক্ষম হয়।

❑ মুক্তি ও কল্যাণ প্রচেষ্টায় শিক্ষার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং নারী মুক্তির আন্দোলনকে সফল ও স্বার্থক রূপ দিতে হলে নারী শিক্ষাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করতে হবে। তার আগে নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার বাস্তব কারণ উপলব্ধি করতে হবে। কোন দেশ, কোন জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য একেবারে উপেক্ষা করে সেখানে কোন দিনই আন্দোলন ফলপ্রসূ হতে পারে না। আমাদের দেশের মানুষের মনে মগজে ধর্মের প্রভাব একটা বাস্তব সত্য এবং স্বীকৃত ব্যাপার। নারী সমাজের শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্বেও শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের স্বতন্ত্র স্কুল না থাকার কারণে অনেক পরিবারের মেয়েরাই প্রাইমারী শিক্ষার পর ঘরে বসে থাকতে বাধ্য হয়। অনেক জায়গায় বালিকা মহাবিদ্যালয় না থাকার কারণে এস. এস. সি. পাশের পর আর কারও পড়া লেখার সুযোগ ঘটে না। এমনিভাবে স্বতন্ত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় না থাকার কারণে অনেক বোনেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিতে ব্যর্থ হন। যারা এসব বিধি-নিষেধ ডিঙ্গিয়ে সহশিক্ষার অধীনে লেখা-পড়া করতে যান তারাও যে খুব একটা সুবিধা করতে পারেন এমন মনে হয় না। অনেক সময় স্বার্থপর ও চরিত্রহীন শিক্ষকদের কোপানলে পড়ে ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মেয়েরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকেই বঞ্চিত হয়। এভাবে কত ফাষ্ট ক্লাশ পাওয়ার যোগ্যতা সম্পন্না বোনকে যে সেকেন্ড ক্লাশ এমন কি থার্ড ক্লাশ নিয়ে বিদায় হতে হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাই নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে এটা একটা বিরাট অন্তরায় নয় কি?

❑ কুরআন-সুন্নাহকে শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানকে একটা আধুনিক বিজ্ঞানের রূপ দিয়ে একে ব্যাপকতর করতে হবে। শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ পরিবার যে একটা আদর্শ শান্তিপূর্ণ সমাজের পূর্বশর্ত এই সত্যটি বাস্তবে উপলব্ধি করতে হবে। সুখী সুশৃঙ্খল সংসার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারী সমাজের ভূমিকার যথার্থ সামাজিক-অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হতে হবে। তাহলে নারী সমাজের মধ্য থেকে যারা দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বাহ্যিকরূপ অবলোকন করে বহির্মুখী হওয়ার কথা চিন্তা করেন তাদের হীনমন্যতাবোধও অনেকাংশে দূর হয়ে যাবে।

www.amarboi.org

❑ শহর থেকে গ্রাম পর্যায়ের অসহায় নারী সমাজের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষিতা মা-বোনদের মাধ্যমেই উক্ত কুটির শিল্পসমূহ পরিচালিত হতে হবে। নিছক অর্থনৈতিক কারণে যাদেরকে ঘরের বাইরে আসতে হয় পরিণামে বিপথে পা বাড়াতে, ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে চরম লাঞ্ছনার জীবন যাপন করতে হয় তাদের পুনর্বাসন চিন্তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করা, তার সাথে নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

❑ শিক্ষিতা বোনদের যোগ্যতা, প্রতিভাকে কাজে লাগানোর বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদের জন্যে এমন কিছু গঠনমূলক কাজ নির্দিষ্ট করে দিতে হবে যা তাদের সংসার জীবনের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে বরং সহায়ক হবে। এ ব্যাপারে অনুন্নত অশিক্ষিত নারী সমাজে শিক্ষার আলো বিস্তারে তারা বিরাট অবদান রাখতে পারেন। সুখী সুন্দর সংসার ও সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা চিন্তা-গবেষণা করে নিত্য নতুন অবদান রাখতে পারেন। শিশু সন্তান লালন ও তাদের মন-মানস গড়ে তোলার বিজ্ঞানভিত্তিক উপায় উদ্ভাবনেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। পারিবারিক জীবনের আচরণ-বিধির ক্ষেত্রেও আমাদের সমাজে রয়েছে চরম অজ্ঞতা। এসব দিকে বাস্তবমুখী জ্ঞান গবেষণা কেবল শিক্ষিতা নারী সমাজের পক্ষেই সম্ভব। সামাজিক প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যাপারটির গুরুত্ব অপরিসীম।

তাছাড়া মেয়েদের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কেবল মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। এমনটি হলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। আমি আরও অগ্রসর হয়ে বলতে চাই, আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকতা ও পরিচালনার ভার পুরোপুরিই মেয়েদের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। কারণ শিশু-কিশোরদের মাতৃস্নেহ দিয়ে মেয়েরা যেভাবে গড়ে তুলতে পারে পুরুষের পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়।

❑ মান-সম্ভ্রমই নারীর প্রধান পুঁজি। তাই নারীর মুক্তি ও কল্যাণ প্রচেষ্টার প্রধান কর্মসূচী হতে হবে এই মান-সম্ভ্রম সংরক্ষণ। এর প্রাথমিক শর্ত হল নারী সমাজকে নিয়ে সমাজের উপরতলা থেকে নিয়ে বড় বড় বিলাসবহুল হোটেল পর্যন্ত এবং নিম্নস্তরের নিষিদ্ধ বস্তির বিলুপ্তি ঘটাতে হবে। এ পথের ইন্ধন যোগায় এমনসব রাস্তা, উপায়, উপকরণ বন্ধ করার জন্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

www.amarboi.org

কেবল ব্যাভিচারকেই নিষিদ্ধ করা নয় বরং এর নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করা হয়েছে ইসলামে, যার অন্তর্নিহিত দাবী হল মানুষের সমাজে একটি পুতঃপবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করা। সেখানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা থাকবে না, থাকবে না নারীদের নিয়ে ব্যবসার মনোভাব।

আজকাল প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় বখাটে ছেলেদের দৌরাত্মের খবর পাওয়া যায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় সম্ভ্রান্ত অভিভাবকেরা তাদের স্কুল কলেজগামী মেয়েদের নিয়ে সাংঘাতিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে চলেছেন। এ অবস্থার কোন প্রতিকার না হলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে, মেয়েদের স্কুল কলেজে যাওয়াটাই হয়ে উঠবে দুরূহ ব্যাপার। তাই আজ চিন্তাশীল ও বিবেকবান প্রতিটি নাগরিককেই এর প্রতিকার করতে হবে তারও আগে উদ্‌ঘাটন করতে হবে এসব বখাটেপনার কারণসমূহ। এসব বখাটে ছেলে ছোকরার দল নিশ্চয়ই আসমান থেকে আসেনি। এই সমাজেরই সৎ বংশীয় ছেলে সন্তান তারা। এদের অনেক ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান নিয়ে জানতে পারা যায়, এরা সেই সম্প্রদায়ের সন্তান যাদের মাতা বহুমুখী কাজে ব্যস্ত হওয়ার কারণে অথবা ঘর কন্যায় অমনোযোগী হওয়ার কারণে ছেলে সন্তানদের লালন-পালন ভার অর্পণ করে থাকেন চাকর-চাকরাণীদের হাতে। তাছাড়া মেয়েদের অশালীন চলা-ফেরাও এর জন্যে কম দায়ী নয়। সমাজের অন্যান্য অশ্লীলতা এবং বিশ্রী পারিপার্শ্বিকতারও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এদের উপর। কাজেই এর অভিশাপ থেকে বাঁচতে হলে ইসলামী নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে সংস্কার ও সংশোধনের সঠিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সর্বশেষে আমি একটি সকরুণ আবেদন, একটি মৃদু ফরিয়াদ জানিয়ে আমার এ পুস্তিকা সমাপ্ত করতে চাই। যারা এ সমাজে ইসলামপন্থী বলে পরিচিত নারী সমাজকে ইসলামী জ্ঞানার্জনে অনুপ্রাণিত করার কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাই তাদের নেই। দেশে বিদেশে ইসলামী জ্ঞান চর্চার জন্য হাজার হাজার মাদ্রাসা মক্তব আছে। এ ছাড়া আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে পুরুষদের জন্যে তারা বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভা ইত্যাদিতে যোগদান করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মেয়েদের ব্যাপারে কারও কোন মাথা ব্যথাই নেই। দেশের উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে তাদেরকে দায়িত্ব মুক্ত ভাবতে পারেন না। আমি আশা করব দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর জন্য তারা যথার্থ চিন্তা-ভাবনা করে অতীতের ভুল শোধরাতে এগিয়ে আসবেন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.amarboi.org

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র
৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।